দ্বাবিংশতি অধ্যায়

জড় সৃষ্টির উপাদান

এই অধ্যায় প্রাকৃতিক উপাদানের শ্রেণীবিভাগ, পুরুষ এবং স্ত্রী স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা ও জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে বর্ণনা করছে। জড় উপাদানের সংখ্যা নিয়ে অনেক মতবাদ রয়েছে। মায়া শক্তির প্রভাবে আনীত এই মতপার্থক্য কিন্তু অযৌক্তিক নয়। প্রকৃতির সমস্ত উপাদান সর্বত্র বর্তমান; ফলে, যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের মায়া শক্তিকে স্বীকার করেছেন, তাঁরা বিবিধ তথ্য প্রদান করতেই পারেন। ভগবানের দুর্লঙ্ঘ্য মায়া শক্তিই হচ্ছে তাঁদের পরস্পর বিরোধী যুক্তি-তর্কের মূল।

পরম ভোক্তা এবং পরম নিয়ামকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আগে থেকেই তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচার করা মানে বোকামি। সাধারণ জ্ঞান হচ্ছে জড়া প্রকৃতির একটি গুণ মাত্র, সেটি ঠিক আত্মার নয়। জড়া প্রকৃতির স্থূল উপাদান নির্ধারিত হয় তার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে। সত্ত্বগুণে বলা হয় জ্ঞান, রজোগুণে বলা হয় ক্রিয়া, এবং তমোগুণে বলা হয় অজ্ঞতা। পরমেশ্বর ভগবানের আর এক নাম হচ্ছে কাল, এবং জড় প্রবণতার অপর নাম হচ্ছে সূত্র বা মহৎ-তত্ত্ব। প্রকৃতির পঁচিশটি উপাদান হচ্ছে ভগবান, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ।

অপ্রকাশিত পরম পুরুষ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন মাত্র। পরমেশ্বরের অধীনস্থ জড়া প্রকৃতি, তখন কার্য এবং কারণের রূপ ধারণ করে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করে চলে। আপাত দৃষ্টিতে পুরুষ এবং প্রকৃতি অভিন্ন বলে মনে হলেও, এই দুই-এর মধ্যে একটি সর্বোপরি পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতির গুণ থেকে জড় সৃষ্টি উৎপন্ন আর এর স্বভাব হচ্ছে পরিবর্তনশীল। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ জীবেরা তাদের জড় কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার জড় দেহ ধারণ ও ত্যাগ করে। আত্মজ্ঞান রহিত জীবেরা মায়ার দ্বারা বিমোহিত হওয়ার জন্য এই ব্যাপারটি বোঝে না। সকাম কর্মের বাসনাপূর্ণ মন, এক দেহ থেকে অন্য দেহে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে চলতে থাকে, ফলে আত্মাও তাকে অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয় তর্পণে পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার জন্য জীব তার অতীতের অবস্থিতি স্মরণ করতে পারে না। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে দেহের নয় প্রকার পর্যায়ের প্রকাশ সংঘটিত হয়। সেগুলি হচ্ছে, গর্ভ সঞ্চার, গর্ভে অবস্থান, জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মধ্য বয়স, বার্ধক্য এবং মৃত্যু। পিতার মৃত্যু এবং পুত্রের জন্ম থেকে মানুষ

সহজেই তার নিজের দেহের উত্থান এবং পতন সম্বন্ধে অনুধাবন করতে পারে। অনুভবকারী, আত্মা হচ্ছে এই দেহ থেকে ভিন্ন। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জীব জড় অস্তিত্বের চক্রেই গতি লাভ করে। এইভাবে সে জড় কর্মের বন্ধনে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করতে থাকে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ঋষি বা দেবতা রূপে জন্ম লাভ করে, রজোগুণের প্রাধান্যে প্রভাবিত হয়ে অসুর বা মানুষের মধ্যে জন্মায় এবং তমোগুণের প্রাধান্যের ফলে সে ভূত-প্রেত বা পশু হয়ে জন্মায়। আত্মা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু ভোগে রত হয় না; এই কার্য সম্পাদন করে ইন্দ্রিয়গুলি। সুতরাং বাস্তবে, জীবের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আনন্দের কোনও প্রয়োজন নেই। ভগবৎ পাদপদ্মে আশ্রিত এবং ভগবানের দিব্য সেবার প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ শান্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত তথাকথিত পণ্ডিতগণ সহ প্রত্যেকেই দুরতিক্রম্য জড়া প্রকৃতির দ্বারা অনিবার্যভাবে পরাভূত হয়।

শ্লোক ১-৩

শ্রীউদ্ধব উবাচ

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো ।
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম ॥ ১ ॥
কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্ ।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্যেকাদশাপরে ।
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥ ২ ॥
এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া ।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **কতি**—কতগুলি; **তত্ত্বানি**—সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান; **বিশ্ব-ঈশ**—হে জগৎপতি; **সংখ্যাতানি**—গণনা করা হয়েছে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণের দ্বারা; **প্রভো**—হে প্রভু; **নব**—নয় (ঈশ্বর, জীব, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পাঁচটি স্থূল উপাদান); **একাদশ**—আরও এগারো (মন সহ দশটি কর্ম এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়); **পঞ্চ**—আরও পাঁচ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সূক্ষ্মরূপ); **ত্রীণি**—আরও তিন (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ সহ, সর্বমোট আঠাশ); **আত্থ**—বলেছেন; **ত্বম্**—আপনি; **ইহ**—ইহজগতে আপনার আবির্ভাব কালে; **শুশ্রুম**—আমি সেইরূপ শ্রবণ করেছি; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **ষট্-বিংশতিম্**—ছাব্বিশ; **প্রাহুঃ**—বলেন; **অপরে**—অন্যেরা; **পঞ্চবিংশতিম্**—পঁচিশ; **সপ্ত**—সাত; **একে**—কেউ কেউ; **নব**—নয়; **ষট্**—

ছয়; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **চত্বারি**—চার; **একাদশ**—এগারো; **অপরে**—আরও অন্যেরা; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **সপ্তদশ**—সতেরো; **প্রাহুঃ**—বলেন; **ষোড়শ**—ষোল; **একে**—কেউ; **ত্রয়োদশ**—তেরো; **এতাবত্ত্বম্**—এইরূপ হিসাব; **হি**—বস্তুত; **সংখ্যানাম্**—উপাদান গণনার বিভিন্ন পদ্ধতির; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **যৎ-বিবক্ষয়া**—যে ধারণা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে; **গায়ন্তি**—তাঁরা ঘোষণা করেছেন; **পৃথক্**—বিভিন্নভাবে; **আয়ুঃমন্**—হে পরম নিত্য; **ইদম্**—এই; **নঃ**—আমাদের নিকট; **বক্তুম্**—ব্যাখ্যা করতে; **অর্হসি**—আপনার অনুগ্রহ করা উচিত।

অনুবাদ

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন—হে ভগবান, হে জগৎপতি, ঋষিগণ সৃষ্টির কতগুলি বিভিন্ন উপাদান গণনা করেছেন? আমি স্বয়ং আপনাকে বর্ণনা করতে শুনেছি সেগুলি হচ্ছে সর্বমোট আঠাশটি—ঈশ্বর, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্ব, মিথ্যা অহংকার, পাঁচটি স্থূল উপাদান, দশটি ইন্দ্রিয়, মন, অনুভূতির পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান, এবং প্রকৃতির তিনটি গুণ। কোন কোন মহাজনগণ বলেন যে, ছাব্বিশটি উপাদান রয়েছে, কেউ বলেন পঁচিশটি, নয়টি, ছয়টি, চারটি অথবা এগারোটি, আবার কেউ কেউ বলেন, সতেরো, ষোল, অথবা তেরোটি। ঋষিগণ যখন এত ভিন্নভাবে সৃষ্টির উপাদানগুলির হিসাব করলেন, তখন তাঁদের নিজ নিজ মনে কী ছিল? হে পরম নিত্য, অনুগ্রহ করে এটি আমায় ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় তর্পণ নয়, বরং তা হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য। এখন উদ্ধব কিন্তু পরোক্ষ প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন, যাতে মুক্তির পথ প্রসারিত হবে। জড় উপাদানের যথার্থ সংখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন দার্শনিকগণের একে অপরের সঙ্গে মতের অনৈক্য রয়েছে, কোন বিশেষ বাহ্যিক উপাদানের অস্তিত্ব নিয়ে, এমনকি আত্মার অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা নিয়েও অনেক ভিন্ন মত রয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে জড় জগতের এবং জড়াতীত দিব্য আত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তিলাভের পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। সর্বোপরি এই সমস্ত জড় উপাদানের ঊর্ধ্বে পরমেশ্বর ভগবান অবস্থিত আর তিনিই তাঁর নিজ শক্তির দ্বারা সকলকে পালন করেন। ভগবানের নিজের মত প্রথমে উদ্ধৃত করে, উদ্ধব বিভিন্ন ঋষিদের বিভিন্ন পদ্ধতি সাংখ্যতত্ত্ব অনুসারে বর্ণনা করেছেন। *আয়ুষ্মন্* বা "নিত্যরূপধারী" শব্দটি এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিত্য, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান তাঁর রয়েছে, তাই তিনি আদি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, উদ্ধব কর্তৃক উদ্ধৃত বিভিন্ন সাংখ্য পদ্ধতির মধ্যে বাস্তবে কোনও বিরোধ নেই, কেননা এ সবই হচ্ছে একই সত্যকে বিভাগক্রমে উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা। নাস্তিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ভগবানের অস্তিত্বের সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না; তাই জল্পনা কল্পনা হচ্ছে সত্যের ব্যাখ্যা করার এক নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন জীবকে সত্য সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে জল্পনা-কল্পনা করতে এবং বক্তব্য রাখতে শক্তি প্রদান করেন। প্রকৃত সত্য অবশ্য হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, তিনিই এখন উদ্ধবকে বলবেন।

শ্লোক ৪

শ্রীভগবানুবাচ

যুক্তং চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; **যুক্তম্**—যুক্তিযুক্তভাবে; **চ**—এমনকি; **সন্তি**—তারা রয়েছে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **ভাষন্তে**—তাঁরা বলেন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **যথা**—যেভাবে; **মায়াম্**—অলৌকিক শক্তি; **মদীয়াম্**—আমার; **উদ্‌গৃহ্য**—আশ্রয় করে; **বদতাম্**—বক্তাদের; **কিম্**—কী; **নু**—মোটের উপর; **দুর্ঘটম্**—অসম্ভব হবে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—জড় উপাদানগুলি সর্বত্র বর্তমান থাকার জন্য, বিভিন্ন বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বিভিন্নভাবে তার বিশ্লেষণ করাও যুক্তিযুক্ত। এইরূপ সমস্ত দার্শনিকরা আমার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় থেকেই কথা বলেন, তাই তাঁরা সত্যের বিরোধ না করে যা কিছুই বলতে পারেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সন্তি সর্বত্র* শব্দ দুটি সূচিত করে যে, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে সমস্ত জড় উপাদানগুলি একটি অপরটির মধ্যে লক্ষিত হয়। এদেরকে বিভাগক্রমে বর্ণনা করার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। সর্বোপরি জড় জগৎ হচ্ছে মায়াময়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। মরূদ্যানের মরীচিকাকে যেমন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা যায়, তেমনই একেও বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়, কিন্তু আঠাশটি উপাদান সমন্বিত ভগবানের যে নিজস্ব বিশ্লেষণ, সেটি হচ্ছে যথার্থ এবং তা গ্রহণীয়। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, এই শ্লোকে *মায়া* শব্দটি মহামায়া অর্থাৎ অজ্ঞান শক্তিকে সূচিত করে না, বরং তা ভগবানের অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি যা বেদের বিদ্বান অনুগামীদের

আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁকেই বোঝায়। এখানে বর্ণিত প্রতিটি দার্শনিকই সত্যের বিশেষ কোন দিক্‌কে প্রকাশ করেন, তাঁরা যেহেতু একই প্রপঞ্চকে বিভিন্ন বিভাগক্রমে বর্ণনা করছেন মাত্র, তাই তাঁদের প্রদত্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জড় জগতে এইরূপ দার্শনিক বিরোধের কোনও সীমা নেই, তাই এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের মতবাদের ভিত্তিতে প্রত্যেকের একত্রিত হওয়া উচিত। তদ্রূপ, *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বদ্ধজীবদের তাদের বিভিন্ন উপাসনা ত্যাগ করে, তাঁর ভক্ত হয়ে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় তাঁর নিকট শরণাগত হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এইভাবে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'—এই মহামন্ত্র জপ করে সারা জগৎ ভগবৎ প্রেমে একত্রিত হতে পারে। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তের নিকট ভগবানের নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যমে সাংখ্য-দর্শনের বিরোধ সমাপ্ত হয়।

শ্লোক ৫

নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তৎ তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ ॥ ৫ ॥

ন—নয়; **এতৎ**—এই; **এবম্**—সেইরূপ; **যথা**—যেমন; **আত্থ**—বলেন; **ত্বম্**—তুমি; **যৎ**—যা; **অহম্**—আমি; **বচ্মি**—আমি বলছি; **তৎ**—সেই; **তথা**—এইভাবে; **এবম্**—এইভাবে; **বিবদতাম্**—তার্কিকদের জন্য; **হেতুম্**—তার্কিক কারণ নিয়ে; **শক্ত্যা**—শক্তিসমূহ (তাড়িত করে); **মে**—আমার; **দুরত্যয়াঃ**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

দার্শনিকরা যখন তর্ক করে, "তুমি যেভাবে করে থাকো, সেইভাবে আমি এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা পছন্দ করি না"; কেবলমাত্র আমার দুরতিক্রমণীয়া শক্তিসমূহ তাদেরকে বিশ্লেষণাত্মক বিরোধ করতে প্রণোদিত করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের জড়া শক্তির প্রভাবে জড় দার্শনিকগণ প্রথমে মুরগী এসেছে, না ডিম, এই নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তর্ক করে চলেছেন। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের প্রতি আকৃষ্ট; ভগবৎ সৃষ্ট জড় পরিবেশের প্রভাবে, এই সমস্ত দার্শনিকগণ একে অপরের সঙ্গে একাদিক্রমে বিভেদ করে চলেছেন। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অবশ্য, এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৪/৩১) বলা হয়েছে—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

"আমি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণ সমন্বিত। সমস্ত দার্শনিকদের হৃদয়-অভ্যন্তর থেকে যিনি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরই প্রভাবে তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায় এবং তার ফলে কখনও তাদের মধ্যে বিবাদ হয় আবার কখনও ঐক্য হয়। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ৬

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্ বিকল্পো বদতাং পদম্ ।
প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনু শাম্যতি ॥ ৬ ॥

যাসাম্—যার (আমার শক্তিসমূহ); **ব্যতিকরাৎ**—মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **বিকল্পঃ**—মতপার্থক্য; **বদতাম্**—তার্কিকদের; **পদম্**—আলোচ্য বিষয়; **প্রাপ্তে**—যখন লাভ হয়; **শম**—আমার প্রতি তার বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করার ক্ষমতা; **দমে**—এবং তার বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম; **অপ্যেতি**—তিরোহিত হয় (সেই মতপার্থক্য); **বাদঃ**—তর্কটি; **তম অনু**—তার ফলে; **শাম্যতি**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

আমার শক্তির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট, এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাদের নিকট থেকে পৃথক অনুভূতি বিদূরীত হয় এবং তার ফলে তর্কের কারণটিই তিরোহিত হয়।

তাৎপর্য

"ব্যাপারটি এই হবে অথবা সম্ভবতঃ ওটা অথবা অন্যটি; অথবা ঘটনাটি এইরূপ নয়, অথবা সম্ভবতঃ সেটাই যথার্থ নয়।" এইরূপ মত প্রদান করে দৃঢ়তার সঙ্গে তা ধরে রাখেন, সেইরূপ সমস্ত দার্শনিকদের মনে ভগবানের জড়া শক্তির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার বিরোধযুক্ত অনুভূতি সৃষ্ট হয়। এইরূপ তার্কিক এবং যুক্তি-সঙ্গত প্রস্তাব, সন্দেহ, বিরুদ্ধ প্রস্তাব, খণ্ডন করা—এই সমস্ত বহু বিধ রূপে তর্কের ভিত্তি হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর

ভিত্তি, কেননা সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত, তাঁর দ্বারা পালিত এবং অবশেষে তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে বিশ্রাম লাভ করে। অন্য সমস্ত সত্যের উর্ধ্বে পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরতত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবানই সবকিছু, এইরূপ উপলব্ধি করেছেন যে বিদ্বৎসমাজ, তাঁদের নিকট দার্শনিক কলহের আর কোন কারণ থাকে না। এইরূপ মতৈক্য তা বলে দার্শনিক অনুসন্ধান বিহীনতার ওপর ভিত্তি করে নয়, আর তা যুক্তিসঙ্গত আলোচনাকে স্তব্ধ করে দিয়েও নয়, বরং তা হচ্ছে দিব্য জ্ঞানোল্লাসের স্বাভাবিক পরিণতি। তথাকথিত দার্শনিকগণ গর্বোদ্ধত হয়ে দম্ভ করেন যে, তাঁরা পরম সত্যের জন্য অনুসন্ধান এবং গবেষণা করে চলেছেন, আর তাঁরা কোন না কোন ভাবে মনে করেন যে, যিনি পরম সত্যকে প্রাপ্ত হননি, কেবল অনুসন্ধান করছেন, তিনিই সত্য দ্রষ্টা অপেক্ষা বেশি বুদ্ধিমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য, তাই যিনি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি।

শ্লোক ৭

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ ।
পৌর্বাপর্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥ ৭ ॥

পরস্পর—পরস্পর; **অনুপ্রবেশাৎ**—প্রবেশের ফলে (স্থূল প্রকাশের মধ্যে সূক্ষ্ম কারণ রূপে এবং বিপরীত ভাবে); **তত্ত্বানাম্**—বিভিন্ন উপাদানের; **পুরুষ-ঋষভ**—নরশ্রেষ্ঠ (উদ্ধব); **পৌর্ব**—পূর্বের কারণ অনুসারে; **অপর্য**—ফলস্বরূপ উৎপাদনের; **প্রসংখ্যানম্**—গণনা; **যথা**—অবশ্য; **বক্তুঃ**—বক্তা; **বিবক্ষিতম্**—বর্ণনেচ্ছু।

অনুবাদ

হে নরশ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে, দার্শনিকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে প্রাথমিক জড় উপাদানগুলির সংখ্যা বিভিন্ন ভাবে হিসাব করতে পারেন।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম উপাদানগুলি বর্ধিত এবং ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়ে পরিবর্তিত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয়। কার্যের মধ্যে এক হিসেবে কারণ নিহিত থাকার জন্য, এবং কারণের মধ্যে কার্য সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত থাকায় সমস্ত সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানগুলি একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করেছে। এইভাবে নিজের পদ্ধতি অনুসারে প্রাথমিক জড় উপাদানগুলির নাম প্রদান করে এবং

সংখ্যা নির্ধারণ করে কেউ তাদের বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে পারেন। এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোক অনুসারে জড় দার্শনিকগণ তাঁদের নিজ নিজ তত্ত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে গর্বিত হলেও বাস্তবে তাঁরা ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুসারে সকলেই জল্পনা-কল্পনা করে চলেছেন।

শ্লোক ৮

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ ।
পূর্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বশঃ ॥ ৮ ॥

একস্মিন্—একটিতে (উপাদান); **অপি**—এমনকি; **দৃশ্যন্তে**—দৃষ্ট হয়; **প্রবিষ্টানি**—প্রবিষ্ট; **ইতরাণি**—অন্যেরা; **চ**—এবং; **পূর্বস্মিন্**—পূর্বে (কারণের সূক্ষ্ম উপাদান, যেমন কারণ এবং শব্দের মধ্যে আকাশের সুপ্ত উপস্থিতি); **বা**—অথবা; **পরস্মিন্**—অথবা পরবর্তিতে (উৎপন্ন উপাদান, যেমন শব্দ থেকে উৎপন্ন বায়ুর সূক্ষ্ম উপস্থিতি); **বা**—অথবা; **তত্ত্বে**—কোন কোন উপাদানে; **তত্ত্বানি**—অন্যান্য উপাদান; **সর্বশঃ**—প্রতিটি বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে।

অনুবাদ

জড় সৃষ্টির সূচনা হয় ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উপাদানের প্রকাশের মাধ্যমে, তাই সমস্ত সূক্ষ্ম জড় উপাদান কার্যতঃ তাদের স্থূল কার্যের মধ্যে বর্তমান, আর সমস্ত স্থূল উপাদান তাদের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যেই রয়েছে। এইভাবে যে কোন একক উপাদানের মধ্যে সমস্ত জড় উপাদান আমরা পেতে পারি।

তাৎপর্য

জড় উপাদানগুলির একটির মধ্যে অপরটির উপস্থিতির ফলে ভগবানের জড় সৃষ্টিকে বিভাজন এবং বিশ্লেষণ করার বহুবিধ পন্থা রয়েছে। অবশেষে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, যিনি হচ্ছেন জড় প্রপঞ্চের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন বিন্যাসের আধার স্বরূপ। ভগবান কপিলের সাংখ্য যোগ পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম উপাদানের ক্রমান্বয়ে স্থূল পর্যায়ে অগ্রগতির মাধ্যমে জড় জগতের সৃষ্টি সংঘটিত হয়। উদাহরণ দেওয়া যায়, আমরা মাটির মধ্যে মৃৎ পাত্রের সুপ্ত অবস্থিতি এবং মৃৎ পাত্রের মধ্যে মাটির উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। তেমনই, একটি উপাদানের মধ্যে অন্য একটি উপাদানও বর্তমান, আর সর্বোপরি সমস্ত উপাদানই পরমেশ্বর ভগবানে অবস্থিত, যিনি যুগপৎ ভাবে সবকিছুর মধ্যে বর্তমান। এইরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবে জগতকে বোঝার সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৯

পৌর্বাপর্যমতোঽমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাম্ ।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্তুং গৃহ্নীমো যুক্তিসম্ভবাৎ ॥ ৯ ॥

পৌর্ব—কারণ উপাদানের মধ্যে তাদের প্রকাশিত উৎপাদনও নিহিত আছে, এইরূপ মনে করা; **অপর্যম্**—অথবা উপাদানের মধ্যে তাদের সূক্ষ্ম কারণ নিহিত আছে, এইরূপ মনে করা; **অতঃ**—অতএব; **অমীষাম্**—এই চিন্তাবিদ্‌দের; **প্রসংখ্যানম্**—গণনা; **অভীপ্সতাম্**—যারা আশা করছেন; **যথা**—যেভাবে; **বিবিক্তম্**—নির্ধারিত; **যৎ-বক্তুম্**—যাঁর মুখ থেকে; **গৃহ্নীমঃ**—আমরা তা গ্রহণ করি; **যুক্তি**—যুক্তির; **সম্ভবাৎ**—সম্ভাবনার জন্য।

অনুবাদ

অতএব এই সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের যাঁরাই বলুন, আর তাঁদের হিসাবের মধ্যে জড় উপাদানকে পূর্বের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যে অথবা তাঁদের পরবর্তী প্রকাশের উৎপাদনের মধ্যেই সম্বলিত রাখুন না কেন, তাঁদের সিদ্ধান্তকে আমি যথার্থ বলে মনে করি, কেননা প্রতিটি বিভিন্ন তত্ত্বের জন্য তার্কিক ব্যাখ্যা সর্বদাই প্রদান করা যায়।

তাৎপর্য

অসংখ্য দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জড় সৃষ্টির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করলেও কৃষ্ণভাবনামৃত ছাড়া কেউই তার জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না। সেইজন্য জড়জগতের বিশেষ কোনও সত্যকে তিনি নির্ধারণ করতে পেরেছেন বলে বুদ্ধিমান মানুষের অনর্থক গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ভগবান এখানে বলেছেন যে, যিনি বিশ্লেষণের বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, তিনি জড় সৃষ্টি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বহুবিধ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবেন। অবশেষে কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে জ্ঞানের পরমসিদ্ধি লাভ করা উচিত।

শ্লোক ১০

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্ ।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ ১০ ॥

অনাদি—যার শুরু নেই; **অবিদ্যা**—অজ্ঞতার দ্বারা; **যুক্তস্য**—যুক্তব্যক্তির; **পুরুষস্য**—মানুষের; **আত্ম-বেদনম্**—আত্মোপলব্ধির পদ্ধতি; **স্বতঃ**—নিজের ক্ষমতায়; **ন সম্ভবাৎ**—যেহেতু তা হতে পারে না; **অন্যঃ**—অন্য ব্যক্তি; **তত্ত্বজ্ঞঃ**—পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞ; **জ্ঞান-দঃ**—যথার্থ জ্ঞান প্রদাতা; **ভবেৎ**—অবশ্যই হবে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অনাদিকাল থেকে অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত রয়েছে তার পক্ষে আত্মোপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না, অন্য কোন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তাকে পরম সত্যের জ্ঞান প্রদান করে থাকে।

তাৎপর্য

জড় কার্যের মধ্যে কারণ এবং কারণের মধ্যে জড় কার্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি ভগবান মেনে নিলেও, এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও পরমাত্মা নামক দুটি উপাদান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনায় কোন কাজ হয় না। এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, জীব নিজের আত্মোপলব্ধি সাধন করতে অপারগ। পরমেশ্বর হচ্ছেন তত্ত্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ এবং জ্ঞানদ, এবং জগদ্‌গুরু। শ্রীউদ্ধব বলেছেন যে, কোন কোন দার্শনিক বলেন পঁচিশ তত্ত্ব, আর অন্যেরা বলেন ছাব্বিশ তত্ত্ব। পার্থক্য হচ্ছে ছাব্বিশ তত্ত্বের মধ্যে একক আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একটি ভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমে সম্বলিত করা হয়েছে, পক্ষান্তরে পঁচিশ তত্ত্বের ক্ষেত্রে দুটি চিন্ময় পর্যায়ের তত্ত্ব জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে জীবতত্ত্ব এবং বিষ্ণুতত্ত্বের স্থানে একত্রে কৃত্রিমভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পরম পদকে লুক্কায়িত করে এক তত্ত্ব হিসাবে ধরা হয়েছে।

চিন্ময় বৈচিত্রের রূপ, রঙ, স্বাদ, সংগীতের শব্দ, এবং প্রেমের পরম ভোক্তা রূপে পরমেশ্বর ভগবান নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণভিত্তিক জ্ঞান দিব্য স্তরে উপনীত হতে পারে না। জাগতিক দার্শনিকেরা কেবলই জড় ভোগ আর ত্যাগের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন। পরম সত্য সম্বন্ধে মায়াবাদ (নির্বিশেষ) অনুভূতির শিকার হওয়ার জন্য, তাঁরা পরমেশ্বরের আশ্রয় লাভ করে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন না। মূর্খ, নির্বিশেষবাদী দার্শনিকগণ নিজেদেরকেই ভগবান বলে মনে করার জন্য, তাঁরা চিন্ময়স্তরে অবস্থিত প্রেমময়ী সেবার প্রশংসা করতে অক্ষম। পরমেশ্বর ভগবানের দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, নির্বিশেষবাদীরা কালক্রমে ভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা বিহ্বল হয়ে, বদ্ধ দশার ক্লেশ ভোগ করেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবগণ পরমেশ্বরের প্রতি হিংসাপরায়ণ নন। তাঁরা সানন্দে তাঁর আশ্রয় এবং পরম কর্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং তখন ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তদের দায়িত্ব গ্রহণ করে দিব্য জ্ঞান এবং তাঁর দিব্য আনন্দে তাঁদের পূর্ণ করেন। এইভাবে পরমেশ্বরের দিব্য সেবা হচ্ছে জাগতিক হতাশা এবং অবদমন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ১১

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি ।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানং চ প্রকৃতেগুর্ণঃ ॥ ১১ ॥

পুরুষ—উভয় ভোক্তার মধ্যে; **ঈশ্বরয়োঃ**—এবং পরম নিয়ামক; **অত্র**—এখানে; **ন**—নেই; **বৈলক্ষণ্যম্**—অসাদৃশ্য; **অণু**—ক্ষুদ্র; **অপি**—এমনকি; **তৎ**—তাদের; **অন্য**—সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে; **কল্পনা**—কল্পনা; **অপার্থা**—অনর্থক; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং ; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণঃ**—গুণ।

অনুবাদ

জাগতিক সত্ত্বগুণের জ্ঞান অনুসারে জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের ধারণা হচ্ছে অনর্থক কল্পনা মাত্র।

তাৎপর্য

কোন কোন দার্শনিকের মতে পঁচিশটি উপাদান রয়েছে, তার মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবানের জন্য একটিই শ্রেণী নির্ধারিত হয়েছে। এইরূপ নির্বিশেষ জ্ঞানকে ভগবান জড় বলে ঘোষণা করেছেন—*জ্ঞানং চ প্রকৃতের্গুণঃ*। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর থেকে বর্ধিত অংশ আত্মার গুণগত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে অবশ্য এইরূপ জ্ঞান গ্রহণ করা যায়। জাগতিক লোকেরা কখনও কখনও বিশ্বাস করে যে, স্বর্গে পরম সত্তা রয়েছে। আবার তারা এও চিন্তা করে যে, জড় দেহধারী মানুষগুলিও তাদেরই মতো আর তাই তারা গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে সর্বদাই ভিন্ন। এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবান এবং জীবের গুণগত ঐক্যের জ্ঞান, জড় জীবনের ধারণাকে খণ্ডন করে ও আংশিকভাবে পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসল পরিস্থিতিটিকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করেছেন—পরম নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রিত জীব একই সঙ্গে এক এবং ভিন্ন। জড় সত্ত্বগুণে এই ঐক্য অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্তর বা বিশুদ্ধ দিব্য সত্ত্বগুণে উপনীত হলে পরম সত্য সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানে গুণগত ঐক্যের মধ্যে চিন্ময় বৈচিত্র্য দর্শন করতে পারেন। *ন বৈলক্ষণ্যম্ অনু অপি* বাক্যটি দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করে যে, আত্মা হচ্ছে নিঃসন্দেহে পরমেশ্বরের অংশ এবং গুণগতভাবে তাঁর সঙ্গে এক। এইভাবে জীবকে পরমেশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার ভগবানের নিত্য দাসত্ব অস্বীকার করার সমস্ত প্রকার দার্শনিক প্রচেষ্টা খণ্ডন করা হয়েছে। ভগবান থেকে জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জল্পনা-কল্পনাকে এখানে বলা হয়েছে *অপার্থা*, অনর্থক। তা সত্ত্বেও পঁচিশটি উপাদানের তত্ত্বও ভগবান পারমার্থিক জ্ঞানের অগ্রগতির প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ১২

প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ॥ ১২ ॥

প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; **গুণ**—ত্রিগুণ; **সাম্যম্**—আদি সাম্য; **বৈ**—বস্তুতঃ; **প্রকৃতেঃ**—প্রকৃতির; **ন আত্মনঃ**—আত্মার নয়; **গুণাঃ**—এই সমস্ত গুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইরূপ বলা হয়; **স্থিতি**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পালনের; **উৎপত্তি**—এর উৎপাদন; **অন্ত**—এবং এর লয়; **হেতবঃ**—হেতু।

অনুবাদ

জড় ত্রিগুণের সাম্যরূপে শুরু থেকেই প্রকৃতি বর্তমান, যা কেবল প্রকৃতির জন্যই প্রযোজ্য, চিন্ময় জীবাত্মার জন্য নয়। সত্ত্ব, রজ, এবং তম—এই গুণগুলি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের জন্য কার্যকরী কারণ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"অহংকারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে "আমি কর্তা"—এইরকম অভিমান করে।"

প্রকৃতির তিনটি গুণ, তাদের আদি সাম্যাবস্থায় আর সেইসঙ্গে গুণজাত সৃষ্টিকার্য, এসবই গুণ সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র জীবাত্মা অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী; এইভাবে জীবাত্মাকে জড় জগতে প্রকৃত কর্তা অথবা স্রষ্টা বলে গ্রহণ করা যাবে না। সত্ত্বগুণের প্রতীক হচ্ছে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, রজোগুণের হচ্ছে কার্যের অভিজ্ঞতা এবং তমোগুণের প্রতীক অন্ধকারের অভিজ্ঞতা। জড় জ্ঞানের এই গুণগুলি, কার্য এবং অন্ধকার—এ সমস্তের সঙ্গে চিন্ময় জীবাত্মার বাস্তবে কোন সম্পর্ক নেই, কেননা আত্মার নিজস্ব গুণ হচ্ছে নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় (ভগবানের সন্ধিনী, সম্বিত এবং হ্লাদিনী শক্তি)। ভগবদ্ধামে মুক্ত পরিবেশে জীবের অবস্থান করার কথা, সেখানে জড়া প্রকৃতির গুণের কোন অধিকার নেই।

শ্লোক ১৩

সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে ।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; জ্ঞানম্—জ্ঞান; রজঃ—রজোগুণ; কর্ম—সকাম কর্ম; তমঃ—তমোগুণ; অজ্ঞানম্—অজ্ঞতা; ইহ—ইহ জগতে; উচ্যতে—বলা হয়; গুণ—গুণের; ব্যতিকরঃ—বিক্ষুব্ধ পরিবর্তন; কালঃ—কাল; স্বভাবঃ—স্বভাব, প্রবণতা; সূত্রম্—মহত্তত্ত্ব; এব—বস্তুত; চ—এবং।

অনুবাদ

এই জগতে সত্ত্বগুণকে জ্ঞানরূপে, রজোগুণকে সকাম কর্মরূপে এবং তমোগুণকে অজ্ঞতারূপে বোঝা যায়। কাল অনুভূত হয় প্রকৃতির গুণগুলির বিক্ষুব্ধ মিথস্ক্রিয়া রূপে, এবং সমগ্র কার্যকরী প্রবণতা গুলি হচ্ছে আদিসূত্র অথবা মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত।

তাৎপর্য

জড় উপাদানগুলির মিথস্ক্রিয়ার প্রবণতাগুলি হচ্ছে কালের অগ্রগতি। কাল যেহেতু চলমান, তাই মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বর্ধিত হয়, ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, বর্ধিত হয়, কিছু উৎপাদন করে, অবক্ষয় হয় এবং মৃত্যু বরণ করে। এ সমস্ত কিছুই সংঘটিত হয় কালের তাড়নায়। কালের অনুপস্থিতিতে জড় উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে কার্যকরী না হয়ে প্রধানরূপে অবিচলিত থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে জড় জগতের প্রাথমিক শ্রেণী বিন্যাস করছেন, যাতে জীব ভগবানের সৃষ্টির কিছু ধারণা লাভ করতে পারে। শ্রেণী বিভাগগুলি যদি ঘনীভূত, বিশ্লেষিত এবং অনুভূত না হত তবে তা বোঝা অসম্ভব হত, কেননা ভগবানের শক্তিসমূহ হচ্ছে অসীম। জড় উপাদানগুলির বহুবিধ বিভাগ থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে জীবাত্মাকে সর্বদাই পৃথক চিন্ময় উপাদান ভগবদ্ধামের বাসিন্দা বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১৪

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব ॥ ১৪ ॥

পুরুষঃ—ভোক্তা; প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি; ব্যক্তম্—জড়ের আদিপ্রকাশ; অহঙ্কারঃ—মিথ্যা অহঙ্কার; নভঃ—আকাশ; অনিলঃ—বায়ু; জ্যোতিঃ—অগ্নি; আপঃ—জল; ক্ষিতিঃ—ভূমি; ইতি—এইভাবে; তত্ত্বানি—সৃষ্টির উপাদানসমূহ; উক্তানি—বর্ণিত হয়েছে; মে—আমার দ্বারা; নব—নয়।

অনুবাদ

আমি নয়টি প্রাথমিক উপাদানের বর্ণনা করেছি, সেগুলি হচ্ছে ভোক্তারূপী আত্মা, প্রকৃতি, প্রকৃতির আদি প্রকাশ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি।

তাৎপর্য

প্রকৃতি হচ্ছে আসলে অপ্রকাশিত এবং পরে মহত্তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়। জীব পুরুষ বা ভোক্তা হলেও তার ভোগ হওয়া উচিত ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়ের প্রীতি বিধানের মাধ্যমে; যেমন হাতের আহার সম্পন্ন হয় উদরে খাদ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে। জড় জগতে জীব ভগবানের দাসত্ব ভুলে, মিথ্যা ভোক্তা হয়ে ওঠে। জড় উপাদানসমূহ, সেই সঙ্গে জীব এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, যাতে প্রদর্শিত হয় যে বদ্ধজীব হচ্ছে স্বরূপতঃ জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ১৫

শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ ।
বাক্পাণ্যুপস্থপায়ুঙ্ঘ্রিঃ কর্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রোত্রম্—শ্রবণেন্দ্রিয়; ত্বক্—স্পর্শেন্দ্রিয়, ত্বকের দ্বারা অনুভূত হয়; দর্শনম্—দৃষ্টি; ঘ্রাণঃ—ঘ্রাণ; জিহ্বা—আস্বাদনেন্দ্রিয়, জিহ্বার দ্বারা বোঝা যায়; ইতি—এইভাবে; জ্ঞানশক্তয়ঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল; বাক্—বাক্য; পাণি—হস্ত; উপস্থ—উপস্থ; পায়ু—পায়ু; অঙ্ঘ্রিঃ—পদদ্বয়; কর্মাণি—কর্মেন্দ্রিয় সকল; অঙ্গ—প্রিয় উদ্ধব; উভয়ম্—উভয় শ্রেণীভুক্ত; মনঃ—মন।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক, এই পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু এবং পদযুগল, এই পাঁচটি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়। মন উভয় বিভাগেই রয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে একাদশ উপাদান বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপং চে ত্যর্থজাতয়ঃ ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শব্দঃ—শব্দ; স্পর্শঃ—স্পর্শ; রসঃ—স্বাদ; গন্ধঃ—সুগন্ধ; রূপম্—রূপ; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; অর্থ—ইন্দ্রিয় বিষয়ের; জাতয়ঃ—শ্রেণী; গতি—গতি; উক্তি—বাক্য; উৎসর্গ—মল মূত্রাদি ত্যাগ (লিঙ্গ এবং পায়ু দ্বারা); শিল্পানি—এবং বানানো; কর্ম-আয়তন—উপরিলিখিত কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; সিদ্ধয়ঃ—সিদ্ধ হয়।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ এগুলি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়, এবং গতি বাক্য, মলমূত্র ত্যাগ, এবং নির্মাণ এগুলি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য।

তাৎপর্য

এখানে উৎসর্গ বলতে উপস্থ এবং পায়ু, এই দুটি অঙ্গের দ্বারা মল ও মূত্র ত্যাগকে নির্দেশ করে। এই ভাবে পাঁচটি করে দুটি তালিকায় দশটি উপাদান বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৭

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্যকারণরূপিণী ।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে ॥ ১৭ ॥

সর্গ—সৃষ্টির; আদৌ—শুরুতে; প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; হি—বস্তুত; অস্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের; কার্য—প্রকাশিত উৎপাদন সকল; কারণ—এবং সূক্ষ্ম কারণসমূহ; রূপিণী—সমন্বিত; সত্ত্ব-আদিভিঃ—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ; গুণৈঃ—গুণসমূহ; ধত্তে—পদ গ্রহণ করে; পুরুষঃ—পরমেশ্বর; অব্যক্তঃ—জড় প্রকাশে জড়িত নয়; ঈক্ষতে—দর্শন করেন।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকাশের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল মাত্র প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় উপাদানের মতো পরিবর্তনশীল নন, এই ভাবে ভগবান হচ্ছেন অব্যক্ত, অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-বিবর্তনের কোন পর্যায়েই জাগতিক ভাবে প্রকাশিত নন। জড় উপাদানের তালিকা প্রস্তুতের বিশেষ পর্যায় সত্ত্বেও, ভগবান সমগ্র দৃশ্যমান জগতের সর্বোপরি স্রষ্টা, পালন কর্তা এবং প্রলয় কর্তা রূপে বিরাজ করেন।

শ্লোক ১৮

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া ।
লব্ধবীর্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যক্ত-আদয়ঃ—মহৎ তত্ত্ব আদি; বিকুর্বাণাঃ—পরিবর্তিত হচ্ছে; ধাতবঃ—উপাদানসমূহ; পুরুষ—ভগবানের; ঈক্ষয়া—ঈক্ষণের দ্বারা; লব্ধ—লাভ করে; বীর্যাঃ—তাদের শক্তি; সৃজন্তি—সৃষ্টি করে; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ড; সংহতাঃ—মিশ্রিত; প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির; বলাৎ—বলের দ্বারা।

অনুবাদ

মহৎ তত্ত্ব আদি জড় উপাদানগুলি পরিবর্তিত হয়ে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ থেকে তারা বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির শক্তির দ্বারা মিশ্রিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে।

শ্লোক ১৯

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥ ১৯ ॥

সপ্ত—সাত; এব—বস্তুত; ধাতবঃ—উপাদানসমূহ; ইতি—এই ভাবে বলে; তত্র—সেখানে; অর্থাঃ—ভৌতিক উপাদানসমূহ; পঞ্চ—পাঁচ; খ-আদয়ঃ—আকাশ আদি; জ্ঞানম্—আত্মা, জ্ঞানের অধিকারী; আত্মা—পরমাত্মা; উভয়—উভয়ের (দৃশ্য প্রকৃতি এবং তার দ্রষ্টা জীব); আধারঃ—প্রাথমিক ভিত্তি; ততঃ—এই সকল থেকে; দেহ—শরীর; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় সকল; অসবঃ—এবং প্রাণবায়ু সকল।

অনুবাদ

কোন কোন দার্শনিকের মতে সাতটি উপাদান রয়েছে, যেমন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, তার সঙ্গে রয়েছেন চেতন জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, যিনি হচ্ছেন জড় উপাদান সমূহ এবং সাধারণ জীবাত্মা উভয়েরই ভিত্তি স্বরূপ। এই তত্ত্ব অনুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ বায়ু এবং সমস্ত জড় প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়েছে এই সাতটি উপাদান থেকে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে, এখন অন্যান্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করছেন।

শ্লোক ২০

ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্ ।
তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বেদং সমুপাবিশৎ ॥ ২০ ॥

ষট্—ছয়; ইতি—এইভাবে; অত্র—এই তত্ত্বে; অপি—এবং; ভূতানি—উপাদান সমূহ; পঞ্চ—পাঁচ; ষষ্ঠঃ—ষষ্ঠ; পরঃ—দিব্য; পুমান্—পরম পুরুষ; তৈঃ—এইগুলির দ্বারা (পাঁচটি স্থূল উপাদান); যুক্তঃ—যুক্ত; আত্ম—তাঁর থেকে; সম্ভূতৈঃ—সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্ট্বা—প্রকাশ করে; ইদম্—এই সৃষ্টি; সমুপাবিশৎ—তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

অনুবাদ

অন্যান্য দার্শনিকগণ বলেন যে, ছয়টি উপাদান রয়েছে—পাঁচটি ভৌতিক উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ) এবং ষষ্ঠ উপাদান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। উপাদানসমূহ সমন্বিত সেই পরমেশ্বর নিজের শরীর থেকে উপাদানগুলিকে প্রকাশ করে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং তারপর তিনি স্বয়ং তার মধ্যে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, এই দর্শন অনুসারে সাধারণ জীবকে পরমাত্মার শ্রেণীতেই রাখা হয়েছে। এই ভাবে এই দর্শন কেবল মাত্র পরমেশ্বর ভগবান এবং পাঁচটি ভৌতিক উপাদানকেই স্বীকার করে।

শ্লোক ২১

চত্বার্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ ।
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু ॥ ২১ ॥

চত্বারি—চার; এব—ও; ইতি—এইভাবে; তত্র—সেই ক্ষেত্রে; অপি—এমনকি; তেজঃ—অগ্নি; আপঃ—জল; অন্নম্—ভূমি; আত্মনঃ—নিজের থেকে; জাতানি—উদ্ভূত সমস্ত কিছু; তৈঃ—তাদের দ্বারা; ইদম্—এই প্রপঞ্চ; জাতম্—উৎপন্ন হয়েছে; জন্ম—জন্ম; অবয়বিনঃ—প্রকাশিত উৎপাদনের; খলু—বস্তুত।

অনুবাদ

কোন কোন দার্শনিক চারটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, যার তিনটি হচ্ছে—অগ্নি, জল এবং ভূমি—সেগুলি চতুর্থ অর্থাৎ আত্মা থেকে প্রকাশিত। এই উপাদানগুলির অস্তিত্বের ফলেই প্রপঞ্চের প্রকাশ সংঘটিত করে থাকেন, যার মধ্যে সমস্ত জড় সৃষ্টি সংঘটিত হয়।

শ্লোক ২২

সঙ্খ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ।
পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥

সংখ্যানে—গণনায়; সপ্তদশকে—সতেরটি উপাদান অনুসারে; ভূত—পাঁচটি স্থূল উপাদান; মাত্র—সেই অনুসারে পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান; ইন্দ্রিয়াণি—এবং সেই সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয়; চ—এবং; পঞ্চ পঞ্চ—পাঁচটি পাঁচটি করে; একমনসা—একটি মন সহ; আত্মা—আত্মা; সপ্তদশঃ—সপ্তদশরূপে; স্মৃতঃ—মনে করা হয়।

অনুবাদ

কেউ কেউ সতেরটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের হিসাব করে থাকেন, যেমন পাঁচটি স্থূল উপাদান, পাঁচটি অনুভূতির উপাদান, পাঁচটি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা হচ্ছে সপ্তদশ উপাদান।

শ্লোক ২৩

তদ্বৎ ষোড়শসঙ্খ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে ।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ ॥ ২৩ ॥

তদ্বৎ—তদ্রূপ; ষোড়শসংখ্যানে—ষোল গণনায়; আত্ম—আত্মা; এব—বস্তুত; মনঃ—মন রূপে; উচ্যতে—পরিচিত; ভূত—পাঁচটি স্থূল উপাদান; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয় সকল; পঞ্চ—পাঁচ; এব—নিশ্চিতরূপে; মনঃ—মন; আত্মা—আত্মা (একক আত্মা এবং পরমাত্মা); ত্রয়োদশ—তেরো।

অনুবাদ

ষোলটি উপাদানের হিসাব অনুসারে, পূর্বের তত্ত্ব থেকে পার্থক্য হচ্ছে, কেবলমাত্র মনকে আত্মার সঙ্গে একিভূত করা হয়েছে। আমরা যদি পাঁচটি ভৌতিক উপাদান, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, একক আত্মা এবং পরমেশ্বর—এই অনুসারে চিন্তা করি তাহলে তেরোটি উপাদান পাওয়া যায়।

তাৎপর্য

তেরোটি উপাদানের তত্ত্ব অনুসারে, ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এবং শব্দ, এগুলিকে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ভৌতিক বস্তুর মিথস্ক্রিয়া সম্ভূত বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২৪

একাদশত্ব আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ ॥ ২৪ ॥

একাদশত্বে—এগারোটির বিচার অনুসারে; আত্মা—আত্মা; অসৌ—এই; মহাভূত—স্থূল উপাদানসমূহ; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি; চ—এবং; অষ্টৌ—আট; প্রকৃতয়ঃ—

প্রাকৃতিক উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং মিথ্যা অহংকার); চ—এবং; এব—নিশ্চিতরূপে; পুরুষঃ—পরমেশ্বর; চ—এবং; নব—নয়; ইতি—এইভাবে; অথ—এছাড়াও।

অনুবাদ

এগারোটির গণনায়, রয়েছে আত্মা, স্থূল উপাদান এবং ইন্দ্রিয় সকল। আটটি সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানের সঙ্গে পরমেশ্বর যুক্ত হয়ে নয়টি হয়।

শ্লোক ২৫

ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্ ।
সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এই সমস্তভাবে; নানা—বিভিন্ন; প্রসংখ্যানম্—গণনা; তত্ত্বানাম্—উপাদান সমূহের; ঋষিভিঃ—ঋষিগণ কর্তৃক; কৃতম্—করা হয়েছে; সর্বম্—এই সব; ন্যায্যম্—যুক্তিযুক্ত; যুক্তি-মত্ত্বাৎ—ন্যায় সংগত যুক্তি উপস্থাপনের জন্য; বিদুষাম্—বিদ্বৎগণের; কিম্—কি; অশোভনম্—অশোভন।

অনুবাদ

এইভাবে মহান দার্শনিকগণ জড় উপাদানকে বহুবিধ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের সমস্ত প্রস্তাবই ন্যায়-সঙ্গত, কেননা সে সমস্তই যথেষ্ট যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত। বাস্তবে, যথার্থ বিদ্বানগণের নিকট থেকে এই রূপ দার্শনিক বুদ্ধিমত্তাই কাম্য।

তাৎপর্য

অসংখ্য বিদ্বান দার্শনিকগণ কর্তৃক জড় জগৎ অসংখ্য পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত একই—পরমেশ্বর ভগবান, বাসুদেব। উদীয়মান দার্শনিকগণের বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা জড় স্তরে বিশ্লেষণ করার আর কদাচিৎ কিছু বাকী রয়েছে। আমাদের উচিত শুধুমাত্র পরম সত্য, পরম উপাদান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগত হয়ে আমাদের নিত্য ভগবৎ চেতনা জাগরিত করা।

শ্লোক ২৬

শ্রীউদ্ধব উবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ ।
প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি ॥ ২৬ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **পুরুষঃ**—ভোক্তা বা জীব; **চ**—এবং; **উভৌ**—উভয়; **যদি অপি**—যদিও; **আত্মা**—স্বরূপতঃ; **বিলক্ষণৌ**—পৃথক; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **অপাশ্রয়াৎ**—আশ্রয়ের জন্য; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **দৃশ্যতে ন**—দেখা যায় না; **ভিদা**—কোন পার্থক্য; **তয়োঃ**—উভয়ের মধ্যে; **প্রকৃতৌ**—প্রকৃতির মধ্যে; **লক্ষ্যতে**—আপেক্ষিকভাবে দেখা যায়; **হি**—বস্তুত; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **চ**—এবং; **তথা**—ও; **আত্মনি**—আত্মার মধ্যে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পৃথক হলেও, মনে হয় উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা দেখা যায় যে, এরা একে অপরের মধ্যে অবস্থান করে। এইভাবে মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে আত্মা এবং আত্মার মধ্যে প্রকৃতি বর্তমান।

তাৎপর্য

সাধারণ বদ্ধজীবের হৃদয়ে যেরূপ সন্দেহের উদয় হয়, সেইরূপ সন্দেহ শ্রীউদ্ধব এখানে প্রকাশ করেছেন। জড় দেহ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের ক্ষণস্থায়ী রচনা, এই ব্যাপারটি বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষিত হলেও দেহস্থিত চেতন জীবাত্মা হচ্ছে বাস্তবে নিত্য চিন্ময় সত্ত্বা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, জড় উপাদান সমন্বিত দেহ হচ্ছে তাঁর ভিন্না নিকৃষ্টা শক্তি, পক্ষান্তরে জীব হচ্ছে উৎকৃষ্ট, ভগবানের চেতন শক্তি। তা সত্ত্বেও, বদ্ধ জীবনে জড় দেহ এবং বদ্ধ জীবকে দেখে মনে হয় অবিচ্ছেদ্য, আর তাই তা অভিন্ন। জীব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, আর ধীরে ধীরে দেহ ধারণ করে, তাই দেখে মনে হয়, আত্মা জড়া প্রকৃতির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। তেমনই, আত্মা আর জড় দেহের পরিচয় এক করে ফেলায় মনে হয় যে, দেহটি আত্মার চেতনায় গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। কী বলা যাবে, আত্মার উপস্থিতি ছাড়া দেহ থাকতেই পারে না। পরস্পরের এই আপাত নির্ভরশীলতার দ্বারা দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য দুর্বোধ্য। এই বিষয়টির স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য শ্রীউদ্ধব ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ২৭

এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি।
ছেত্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **মে**—আমার; **পুণ্ডরীকাক্ষ**—হে পদ্মলোচন ভগবান; **মহান্তম্**—মহান; **সংশয়ম্**—সন্দেহ; **হৃদি**—আমার হৃদয়ে; **ছেত্তুম্**—ছেদ করতে; **অর্হসি**—আপনি অনুগ্রহ করুন; **সর্বজ্ঞ**—হে সর্বজ্ঞ; **বচোভিঃ**—আপনার বাক্যের দ্বারা; **নয়**—যুক্তিতে; **নৈপুণৈঃ**—অত্যন্ত নিপুন।

অনুবাদ

হে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ! হে সর্বজ্ঞ ভগবান! আপনি অনুগ্রহ করে আমার হৃদয়স্থ মহা সন্দেহকে আপনার ন্যায় বিচারে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশক নিজ বাক্য দ্বারা ছেদন করুন।

তাৎপর্য

জড় দেহ আর চিন্ময় আত্মার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে শ্রীউদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

শ্লোক ২৮

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার নিকট থেকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **হি**—অবশ্যই; **জীবানাম্**—জীবেদের; **প্রমোষঃ**—চুরি করছে; **তে**—আপনার; **অত্র**—এই জ্ঞানে; **শক্তিতঃ**—শক্তির দ্বারা; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—একা; **হি**—অবশ্যই; **আত্ম**—আপনি নিজে; **মায়ায়াঃ**—মায়াশক্তির; **গতিম্**—যথার্থ স্বভাব; **বেত্থ**—আপনি জানেন; **ন**—না; **চ**—এবং; **অপরঃ**—অন্য কোন ব্যক্তি।

অনুবাদ

কেবল আপনার নিকট হতেই জীবের জ্ঞানের উদয় হয়, আবার আপনার শক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান অপহৃত হয়। বাস্তবে, আপনিই কেবল আপনার মায়া শক্তির প্রকৃত স্বভাব বুঝতে সক্ষম।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় কেউ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, আর ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং সে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়। যারা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত, তারা জড় দেহ আর চিন্ময় আত্মার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না, তাই মায়ার আবরণ উন্মোচন করার জন্য তাকে স্বয়ং ভগবানের নিকট শ্রবণ করতে হবে।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **পুরুষঃ**—ভোক্তা, জীবাত্মা; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **বিকল্পঃ**—পূর্ণ পার্থক্য; **পুরুষ-ঋষভ**—পুরুষশ্রেষ্ঠ; **এষঃ**—এই; **বৈকারিকঃ**—বিকৃতিপ্রবণ; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **ব্যতিকর**—উত্তেজনা; **আত্মকঃ**—ভিত্তিক।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভবশতঃ এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

পুরুষ বলতে জীব এবং পরমেশ্বরকেও বোঝায়, যিনি হচ্ছেন পরম জীবসত্তা। জড়া প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, রন্দ্রপূর্ণ, পক্ষান্তরে ভগবান হচ্ছেন এক এবং পরম। জড়া প্রকৃতি তার স্রষ্টা, পালক এবং প্রলয়কর্তার উপর নির্ভরশীল; ভগবান কিন্তু সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর এবং স্বতন্ত্র। একইভাবে, জড়া প্রকৃতি অচেতন এবং আত্মসচেতনতাবিহীন, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর হচ্ছেন সয়ংসম্পূর্ণ আর সর্বজ্ঞ। জীবাত্মাও পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দ অংশ গ্রহণ করায় জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সর্গ বলতে এখানে জীবকে আবৃতকারী দেহের জড় মিশ্রণকে সূচিত করে। জড় দেহের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলেছে, তাই তা চির-অপরিবর্তনীয় জীব সত্ত্বা থেকে স্পষ্টরূপে পৃথক। জড় জগতে যেমন সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের দ্বারা বিক্ষোভ আর বিরোধ প্রদর্শিত হয়, ভগবানের দিব্য ধামে কিন্তু সে সবই অনুপস্থিত। জীবের স্বাভাবিক স্বরূপগত অবস্থান, কৃষ্ণভাবনার দিব্য প্রেমময়ী অভিজ্ঞতায় এই সমস্ত বৈচিত্র্যের সমাধান সাধিত হয়।

শ্লোক ৩০

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা
বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে ।

বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক-
মথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ ॥ ৩০ ॥

মম—আমার; অঙ্গ—প্রিয় উদ্ধব; মায়া—জড়া শক্তি; গুণ-ময়ী—ত্রিগুণময়ী; অনেকধা—বহুবিধ; বিকল্প—বিভিন্ন প্রকাশ; বুদ্ধীঃ—এবং এই সমস্ত পার্থক্যের অনুভূতি; চ—এবং; গুণৈঃ—গুণের দ্বারা; বিধত্তে—স্থাপন করে; বৈকারিকঃ—পরিবর্তনের পূর্ণপ্রকাশ; ত্রিবিধঃ—ত্রিবিধ; অধ্যাত্মম্—অধ্যাত্ম বলা হয়; একম্—এক; অথ—এবং; অধিদৈবম্—অধিদৈব; অধিভূতম্—অধিভূত; অন্যৎ—আর একটি।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার ত্রিগুণাত্মিকা জড়া শক্তি, গুণ সমূহের মাধ্যমে বহুবিধ সৃষ্টি, আর তা অনুভব করার জন্য বহুবিধ চেতনার প্রকাশ করে। জড় পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশিত ফলকে অধ্যাত্মিক, অধিদৈবিক এবং অধিভৌতিক—এই তিনভাবে বোঝা যায়।

তাৎপর্য

বিকল্প বুদ্ধিঃ শব্দটি সূচিত করে যে, বিভিন্ন জড় দেহের বিভিন্ন চেতনা ভগবানের সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে। গাং চিলের মতো পাখিরা সমুদ্রের হাওয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে সমুদ্র বায়ু এবং তার উচ্চতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। মাছেরা জলের মধ্যে, আর অন্যান্য প্রাণীরা বৃক্ষে অথবা ভূমিতে ঘনিষ্টভাবে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। মনুষ্য সমাজে মানুষেরা তাদের চেতনার বৈচিত্র্য আর তেমনই স্বর্গে এবং নরকেও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে থাকে। সমস্ত প্রকার জড় চেতনা হচ্ছে ভগবানের মায়া শক্তির প্রকাশ জড়া প্রকৃতির বিকার মাত্র।

শ্লোক ৩১

দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে
পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে ।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ
স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

দৃক্—দৃষ্টির কাজ (অধ্যাত্ম রূপে); রূপম্—দৃশ্যমান রূপ (অধিভূতরূপে), আর্কম্—সূর্যের; বপুঃ—আংশিক ছবি (অধিদৈব রূপে); অত্র—এর মধ্যে; রন্ধ্রে—ছিদ্রে (চক্ষের মণির); পরস্পরম্—পরস্পর; সিধ্যতি—একে অপরকে প্রকাশ করে; যঃ

—যা; **স্বতঃ**—নিজ শক্তির দ্বারা; **খে**—আকাশে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **যৎ**—যা; **এষাম্**—এদের (তিনটি রূপ); **অপরঃ**—ভিন্ন; **যঃ**—যে; **আদ্যঃ**—আদিকারণ; **স্বয়া**—তাঁর নিজের দ্বারা; **অনুভূত্যা**—দিব্য অভিজ্ঞতা; **অখিল**—সকলের; **সিদ্ধ**—দৃশ্যমান প্রপঞ্চে; **সিদ্ধিঃ**—প্রকাশের উৎস।

অনুবাদ

দৃষ্টি শক্তি, দৃশ্যমান রূপ, এবং চক্ষু রন্ধ্রের মধ্যে প্রতিফলিত সূর্যের রূপ, এই সকলে একত্রে কাজ করে একে অপরকে প্রকাশিত করে। কিন্তু স্বয়ং সূর্য স্বপ্রকাশ রূপে আকাশে বিদ্যমান থাকে। তেমনই সমস্ত জীবের আদি কারণ, পরমাত্মা, যিনি সকলের থেকে ভিন্ন, তিনি তাঁর নিজের দিব্য অভিজ্ঞতার আলোকে পরস্পর প্রকাশমান বস্তু সমূহের প্রকাশের অন্তিম উৎস।

তাৎপর্য

চোখের কার্যের মাধ্যমে রূপকে চেনা যায়, এবং অনুভব যোগ্য রূপের উপস্থিতির দ্বারা চোখের কার্য বোঝা যায়। দৃষ্টির এবং রূপের মিথস্ক্রিয়া নির্ভর করে দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত আলোর উপস্থিতির উপর। দেবতাদের মহাজাগতিক পরিচালন ব্যবস্থা নির্ভর করে, যারা পরিচালিত হবে অর্থাৎ সমস্ত জীবের উপর, যে জীবেরা তাদের চক্ষুর দ্বারা রূপের অভিজ্ঞতা লাভ করবে তাদের উপস্থিতির উপর। এইভাবে তিনটি বিষয়—অধ্যাত্ম-এর প্রতিনিধিত্ব করছে চক্ষুর মতো ইন্দ্রিয়গুলি; রূপের মতো ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি অধিভূত-এর; এবং অধিদৈব হচ্ছে দেবতাদের প্রভাব—এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল সম্পর্কে অবস্থিত।

সূর্যলোককে বলা হয় স্বতঃপ্রকাশিত, স্বপ্রকাশ, এবং স্বয়ং অভিজ্ঞ; তার কার্যে সহায়তা করলেও সূর্যের কার্য কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের একে অপরের উপর নির্ভর করার সুযোগ করে দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শন জনসাধারণের নিকট বিশ্বসংবাদ প্রকাশ করে। পিতা মাতারা সন্তানাদির নিকট, শিক্ষক তাঁর ছাত্রের নিকট, বন্ধু তাঁর বন্ধুর নিকট জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সরকার তার জনসাধারণকে এবং জনসাধারণ তাদের সরকারকে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সূর্য এবং চন্দ্র সমস্ত বস্তুর দৃশ্যমান রূপ এবং শব্দের অনুভূত শ্রবণযোগ্য রূপের প্রকাশ করে। বিশেষ কোন বাদ্যের ধ্বনি অথবা অলঙ্কার বিদ্যা অন্য জীবের আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশ করে, আর গন্ধ, স্পর্শ এবং রসের মাধ্যমে অন্যান্য ধরনের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এইভাবে, ইন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে অসংখ্য ইন্দ্রিয় বিষয়ের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান লাভ করা যায়। এইরূপ জ্ঞানোৎপাদক মিথস্ক্রিয়া অবশ্য নির্ভর করে পরম প্রকাশক শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের উপর।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) বলা হয়েছে, *যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাম্*—সমস্ত গ্রহের মধ্যে সূর্যকে মনে করা হয় পরমেশ্বর ভগবানের চক্ষু। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজের, দিব্য শক্তির দ্বারা নিত্য সর্বজ্ঞ, তাই তাঁর নিকট কেউই কোনও বিষয়ে প্রকাশ করতে পারে না। তবুও আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় প্রার্থনা ভগবানে শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে শ্রবণ করেন। উপসংহারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর থেকে ভিন্ন তাই ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় প্রভাবমুক্ত, পরম দিব্য সত্তা।

শ্লোক ৩২

এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষু-
জির্হ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্ ॥ ৩২ ॥

এবম্—একইভাবে; **ত্বক্-আদি**—ত্বক্, স্পর্শানুভূতি এবং বায়ুর দেবতা; **শ্রবণ-আদি**—কর্ণ, শব্দানুভূতি এবং দিগীশ্বরগণ; **চক্ষুঃ**—চক্ষু (পূর্বশ্লোকে বর্ণিত); **জিহ্বা-আদি**—জিহ্বা, রসানুভূতি ও জলের দেবতা, বরুণ; **নাস-আদি**—নাসিকা, গন্ধানুভূতি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **চ**—এবং; **চিত্ত-যুক্তম্**—চেতনা সহ (কেবলমাত্র বদ্ধ চেতনার সঙ্গে সেই চেতনার বিষয়কে এবং তার অধিদেবতা বাসুদেবকেই শুধু নির্দেশ করছে না, বরং মন, তার সঙ্গে চিন্তার বিষয়, এবং চন্দ্রদেব, বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির বিষয়, এবং শ্রীব্রহ্মা, আবার অহংকারের সঙ্গে অহংকারের পরিচিতি এবং রুদ্রদেবকেও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

অনুবাদ

তেমনই, জ্ঞানেন্দ্রিয়, যেমন ত্বক্, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, এবং নাসিকা—সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া, যেমন বদ্ধ চেতনা, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই সমস্তকেই ইন্দ্রিয়, অনুভূতির বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেব, এইরূপ ত্রিবিধ পার্থক্য অনুসারে বিশ্লেষণ করা যায়।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেব এদের একের অপরের উপর নির্ভরশীল জড় কার্যকলাপের সঙ্গে একক আত্মার কোন স্থায়ী সম্পর্ক নেই। জীবাত্মা আদিতে শুদ্ধ চিন্ময় এবং তার চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভর করার কথা। ভগবানের বিভিন্ন শক্তিতে অবস্থিত জড় আর চেতনকে একই পর্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা নিরর্থক। এইভাবে চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর, তাঁর ধাম এবং নিজেকে অনুভব করা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির অপ্রাকৃত উপলব্ধির পদ্ধতি।

শ্লোক ৩৩

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ
প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ ।
অহং ত্রিবৃন্মোহবিকল্পহেতু-
র্বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ ॥ ৩৩ ॥

যঃ অসৌ—এই; গুণ—প্রকৃতির গুণের; ক্ষোভ—উত্তেজনার দ্বারা; কৃতঃ—সংঘটিত; বিকারঃ—পরিবর্তন; প্রধান-মূলাৎ—প্রধান থেকে উৎপন্ন, সমগ্র জড় প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপ; মহতঃ—মহৎ তত্ত্ব থেকে; প্রসূতঃ—উদ্ভূত; অহম্—মিথ্যা অহংকার; ত্রি-বৃৎ—তিন পর্যায়ে; মোহ—বিভ্রান্তির; বিকল্প—এবং জড় বৈচিত্র্য; হেতুঃ—কারণ; বৈকারিকঃ—সত্ত্বগুণে; তামসঃ—তমোগুণে; ঐন্দ্রিয়ঃ—রজোগুণে চ—এবং;

অনুবাদ

প্রকৃতির তিন গুণ বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, তা পরিবর্তন হয়ে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিবিধ পর্যায়ে অহংকার নামক উপাদান উৎপন্ন হয়। অপ্রকাশিত প্রধান থেকে মহৎ তত্ত্ব, আর এই মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রকার জড় মায়া এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতির গুণের পরিচয়ে উৎপন্ন মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে, আমরা কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে শুদ্ধ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারি। *মোহ-বিকল্পহেতু* শব্দটি সূচিত করে যে, মিথ্যা অহংকারের জন্য মানুষ নিজেকে প্রকৃতির ভোক্তা বলে মনে করে, আর এইভাবে তার জড় সুখ-দুঃখ অনুসারে জড় দ্বন্দ্বের ভুল ধারণা জন্মায়। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায়, ভগবানের নিত্য দাস রূপে পরিচিত হওয়ার ফলে মিথ্যা অহংকার দূর করা যায়।

শ্লোক ৩৪

আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ ॥ ৩৪ ॥

আত্ম—পরমাত্মার; **অপরিজ্ঞান-ময়ঃ**—পূর্ণজ্ঞানের অভাব ভিত্তিক; **বিবাদঃ**—মনগড়া যুক্তি-তর্ক; **হি**—অবশ্যই; **অস্তি**—(এই জগৎ) হচ্ছে ঠিক; **ইতি**—এইরূপে বলে; **ন অস্তি**—এটি ঠিক নয়; **ইতি**—এইরূপ বলে; **ভিদা**—জড় পার্থক্য; **অর্থনিষ্ঠঃ**—আলোচ্য বিষয় রূপে পেয়ে; **ব্যর্থঃ**—ব্যর্থ; **অপি**—যদিও; **ন**—করে না; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **উপরমেত**—বিরত হয়; **পুংসাম্**—মানুষের জন্য; **মত্তঃ**—আমা থেকে; **পরাবৃত্ত**—যে নিবৃত্ত হয়েছে; **ধিয়াম্**—তাদের লক্ষ্য; **স্বলোকাৎ**—তাদের থেকে অভিন্ন আমি।

অনুবাদ

দার্শনিকদের মনগড়া যুক্তি-তর্ক—"এই জগৎ সত্য," "না, এটি সত্য নয়"—হচ্ছে পরমাত্মা সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক; আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করা। এইরূপ তর্ক অর্থহীন হলেও, যারা আমার প্রতি বিমুখ হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছে, তারা তা ত্যাগ করতে অক্ষম।

তাৎপর্য

কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তবে সে ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনিবার্যভাবে সন্দেহ করবে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি না করে জড় জগতের বাস্তবতা আর অবাস্তবতা নিয়ে কেবলই যুক্তি-তর্ক করা অর্থহীন। এই জড় জগত বাস্তব, তার বিশেষ কারণ হচ্ছে তা পরম বাস্তব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবতা উপলব্ধি না করে, মানুষ কোন কালেই তাঁর সৃষ্টির বাস্তবতা নির্ধারণ করে উঠতে পারবে না; সে সর্বদা ভাববে, সে কি সত্যিই কিছু দেখছে না কি কেবলই ভাবছে যে, সে দেখছে। পরমেশ্বরের আশ্রয় না নিয়ে, এই ধরনের মনগড়া ধারণার সমাধান কখনই করা যাবে না, আর তাই তা অর্থহীন। ভগবদ্ভক্তরা এইরূপ তর্কের প্রতি আগ্রহী নন, কেননা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক জ্ঞানপথে এগিয়ে চলেছেন, আর তাঁরা ক্রমে কৃষ্ণভক্তির আরও সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট।

শ্লোক ৩৫-৩৬

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ প্রভো ।
উচ্চাবচান যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ ॥ ৩৫ ॥
তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাত্মভিঃ ।
ন হ্যেতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ত্বত্তঃ**—আপনার নিকট থেকে; **পরাবৃত্ত**—বিমুখ হয়ে; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **স্বকৃতৈঃ**—তাদের দ্বারা কৃত; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **প্রভো**—হে পরম প্রভু; **উচ্চ-অবচান্**—উচ্চ এবং নীচ; **যথা**—যেভাবে; **দেহান্**—জড় দেহ; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করে; **বিসৃজন্তি**—ত্যাগ করে; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **মম**—আমার প্রতি; **আখ্যাহি**—দয়া করে ব্যাখ্যা করুন; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **দুর্বিভাব্যম্**—দুর্বোধ্য; **অনাত্মভিঃ**—অবুদ্ধিমানদের দ্বারা; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এ সম্বন্ধে; **প্রায়শঃ**—অধিকাংশ ক্ষেত্রে; **লোকে**—ইহলোকে; **বিদ্বাংসঃ**—জ্ঞানী; **সন্তি**—তারা হন; **বঞ্চিতাঃ**—প্রতারিত (জড় মায়ার দ্বারা)।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেনঃ হে পরম প্রভু, যাদের বুদ্ধি সকাম কর্মের প্রতি উৎসর্গিত, তারা নিশ্চয় আপনার প্রতি বিমুখ হয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিরা তাদের জড়কর্মের জন্য কীভাবে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করে এবং সেই সমস্ত দেহ ত্যাগ করে তা আমার নিকট অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন। হে গোবিন্দ, মূর্খ লোকেদের জন্য এই সমস্ত বিষয় বোঝা অত্যন্ত কঠিন। ইহজগতের মায়ার দ্বারা প্রতারিত হয়ে, তারা সাধারণত এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হয় না।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক বিস্মৃত হয়েছে তাদের নেতিবাচক ফলের বর্ণনা সহ ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান না জানলে কাউকেই বুদ্ধিমান বলে ভাবা যাবে না। এ জগতে বহু তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছে, যারা নিজেদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করলেও, তারা সাধারণত ভগবানের পরম বুদ্ধিমত্তার নিকট আত্মসমর্পণ করে না। জড়া প্রকৃতির গুণের অবস্থিতি অনুসারে তারা বিভিন্ন প্রকারের মনগড়া দর্শন সৃষ্টি করে। মায়াময় প্রকৃতি জাত দর্শনের মাধ্যমে তারা কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে রেহাই পেতে পারে না। ভগবৎ রাজ্যের দিব্য স্তর থেকে আগত যথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট থেকে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা সহজেই মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে প্রত্যাগমন করতে পারি।

শ্লোক ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ

মনঃ কর্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্ ।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মনঃ**—মন; **কর্মময়ম্**—সকাম কর্মময়; **নৃণাম্**—মানুষের; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় সকল সহ; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ; **যুতম্**—যুক্ত; **লোকাৎ**—এক লোক থেকে; **লোকম্**—অন্য লোকে; **প্রয়াতি**—ভ্রমণ করে; **অন্যঃ**—ভিন্ন; **আত্মা**—আত্মা; **তৎ**—সেই মন; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মানুষের জড় মন তৈরি হয় সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। পঞ্চেন্দ্রিয় সহ সে এক জড় দেহ থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করে। চিন্ময় আত্মা, এই মন থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করে।

শ্লোক ৩৮

ধ্যায়ন্ মনোঽনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ ।
উদ্যৎ সীদৎ কর্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু শাম্যতি ॥ ৩৮ ॥

ধ্যায়ৎ—ধ্যান করে; **মনঃ**—মন; **অনু**—নিয়মিতভাবে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় বিষয়ে; **দৃষ্টান্**—দৃষ্ট; **বা**—বা; **অনুশ্রুতান্**—বেদবিৎগণের নিকট থেকে শ্রুত; **অথ**—তার ফলে; **উদ্যৎ**—উদিত হয়ে; **সীদৎ**—নিরস্ত হয়ে; **কর্মতন্ত্রম্**—সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ায় বদ্ধ; **স্মৃতি**—স্মৃতি; **তৎ অনু**—তার অনুসারে; **শাম্যতি**—ধ্বংস হয়।

অনুবাদ

সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ায় বদ্ধ মন সর্বদা যেগুলি এ জগতে দেখা যায় এবং বেদবিৎগণের নিকট থেকে শ্রুত, উভয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিষয়েরই ধ্যান করে। তার ফলে মন তার অনুভূতির বিষয় সহ সৃষ্টি হয় এবং বিনাশের ক্লেশ ভোগ করে বলে মনে হয়, আর এইভাবে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা অপহৃত হয়।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, সূক্ষ্ম দেহ, অথবা মন কীভাবে একটি ভৌতিক শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য একটি দেহে প্রবেশ করে। এইরূপ ভৌতিক দেহে প্রবেশ করা এবং তা ত্যাগ করাকে বলে বদ্ধ জীবের জন্ম এবং মৃত্যু। সে তার বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলিকে ইহজগতের দৃশ্য বস্তু—সুন্দরী রমণী, প্রাসাদোপম অট্টালিকা ইত্যাদির ধ্যানে উপযোগ করে—আবার তেমনই কেউ বেদে বর্ণিত স্বর্গলোকের সুখের জন্য দিবা স্বপ্ন দেখে। মৃত্যু ঘটলে, মনকে তার তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার বিষয় থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নতুন ধরনের ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগের জন্য অন্য একটি দেহে প্রবেশ করানো হয়। মনকে যখন সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থাপনায়

যেতে হয়, পূর্বের মনোভাব তাকে আপাতত হারাতে হয় এবং একটি নতুন মনের সৃষ্টি হয়, যদিও, বাস্তবে কিন্তু একই মন ভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং ইহজগতের ভোগ্যবস্তুর বিমূর্ত মনন সমন্বিত জড় অভিজ্ঞতার অবিরত প্রবাহের দ্বারা বদ্ধ জীব সর্বদা বিহ্বল। তখন সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের দিব্য স্মৃতি ভুলে যায়। জাগতিক পরিচিতি গ্রহণ করা মাত্র জীব তার নিত্য পরিচয় বিস্মৃত হয়ে মায়া সৃষ্ট মিথ্যা অহংকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

শ্লোক ৩৯

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ ।
জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষয়—(নতুন) অনুভূতির বিষয়ে; **অভিনিবেশেন**—অভিনিবেশের জন্য; **ন**—না; **আত্মানম্**—তার পূর্বের সত্তা; **যৎ**—যে অবস্থায়; **স্মরেৎ**—স্মরণ করেন; **পুনঃ**—আরও কোন; **জন্তোঃ**—জীবের; **বৈ**—বস্তুত; **কস্যচিৎ হেতোঃ**—কোন না কোন কারণের জন্য; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু নামক; **অত্যন্ত**—সর্বমোট; **বিস্মৃতিঃ**—বিস্মৃতি।

অনুবাদ

জীব যখন বর্তমান শরীর থেকে নিজ কর্ম সৃষ্ট পরবর্তী শরীরে গমন করে, তখন সে নতুন দেহের আনন্দপ্রদ এবং দুঃখপ্রদ অনুভূতিতে মগ্ন হয় এবং পূর্ব দেহের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। কোন না কোন কারণে সংঘটিত পূর্বের জড় পরিচিতির সার্বিক বিস্মৃতিকে বলা হয় মৃত্যু।

তাৎপর্য

সকাম কর্ম অথবা নিজ কর্ম অনুসারে সে একটি সুন্দর, ধনী, অথবা শক্তিশালী শরীর পেতে পারে, অথবা অধঃপতিত এবং ঘৃণ্য জীবনও পেতে পারে। স্বর্গে অথবা নরকে জন্ম গ্রহণ করে জীব তার নতুন দেহের সঙ্গে অহংকার যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সেই রূপে পরিচয় প্রদান করতে শেখে এবং এইভাবে পূর্ব শরীরের অভিজ্ঞতাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে নতুন দেহের সুখ, ভয়, ঐশ্বর্য অথবা ক্লেশে মগ্ন হয়। যখন ভৌতিক শরীরের নির্ধারিত বিশেষ কর্ম সমাপ্ত হয় তখন তার মৃত্যু ঘটে। সেই বিশেষ দেহের কর্ম ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জন্য তা তার মনের উপর আর কার্যকরী হয় না; এইভাবে সে পূর্ব দেহ বিস্মৃত হয়। প্রকৃতির দ্বারা নতুন দেহ সৃষ্টি হয়, যাতে বর্তমানে চলমান কর্মের অভিজ্ঞতা সে লাভ করতে পারে। সেইজন্যে তার সমগ্র চেতনা বর্তমান দেহে মগ্ন হয়, যাতে সে তার পূর্ব

কর্মের ফলগুলি পূর্ণ রূপে লাভ করতে পারে। জীব যেহেতু নিজেকে সেই দেহ বলে মিথ্যা পরিচিতি গ্রহণ করে তাই দেহের মৃত্যুকে আত্মার মৃত্যু রূপে অনুভব করে, বাস্তবে কিন্তু আত্মা হচ্ছে নিত্য এবং কখনও তার সৃষ্টি অথবা বিনাশ হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃতে আত্মোপলব্ধির এই বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান সহজেই লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪০

জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্বভাবেন ভূরিদ ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ ॥ ৪০ ॥

জন্ম—জন্ম; **তু**—এবং; **আত্মতয়া**—নিজের সঙ্গে পরিচিতির দ্বারা; **পুংসঃ**—মানুষের; **সর্বভাবেন**—সম্পূর্ণরূপে; **ভূরিদা**—হে শ্রেষ্ঠ দাতা উদ্ধব; **বিষয়**—দেহের; **স্বীকৃতিম্**—গ্রহণ করা; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **যথা**—ঠিক যেমন; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **মনঃ-রথঃ**—অথবা মানসিক কল্পনা।

অনুবাদ

হে শ্রেষ্ঠ দাতা উদ্ধব, নতুন দেহের সঙ্গে জীবের সম্যক পরিচিতিকেই কেবল জন্ম বলে। স্বপ্ন বা উদ্ভট ব্যাপারকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে গ্রহণ করার মতো জীব নতুন দেহ গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে থাকে।

তাৎপর্য

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রতি সাধারণ স্নেহ বা আসক্তি অপেক্ষা নিজের জড় দেহের প্রতি একাত্মতা অনেক বেশি গভীর। *সর্বভাবেন* শব্দটি এখানে দেখাচ্ছে যে, স্বপ্নের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে গ্রহণ করার মতো মানুষ তার জড় দেহটিকে স্বয়ং আমি বলে মনে করে। সুপ্ত অবস্থায় যে মানসিক জল্পনা-কল্পনাগুলি ঘটে, তাকে বলা হয় স্বপ্ন; আর ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতীত কেবলই কল্পনা করাকে বলে দিবাস্বপ্ন। পরমেশ্বর থেকে নিজেকে ভিন্ন কল্পনা করে দীর্ঘ স্বপ্নের মতো আমরা এই দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেই স্থায়ী বলে স্বীকার করে থাকি। তাই জন্ম শব্দটির দ্বারা নতুন সত্তার উদ্ভব বোঝায় না, বরং তা হচ্ছে জীবাত্মার অন্ধের মতো নতুন জড় দেহ স্বীকার করাকেই বোঝায়।

শ্লোক ৪১

স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ ।
তত্র পূর্বমিবাত্মানমপূর্বং চানুপশ্যতি ॥ ৪১ ॥

স্বপ্নম্—স্বপ্ন; **মনঃ-রথম্**—দিবাস্বপ্ন; **চ**—এবং; **ইত্থম্**—এইভাবে; **প্রাক্তনম্**—প্রাক্তন; **ন স্মরতি**—স্মরণ করে না; **অসৌ**—সে; **তত্র**—তার মধ্যে (বর্তমান দেহ); **পূর্বম্**—পূর্বের; **ইব**—মতো; **আত্মানম্**—নিজে; **অপূর্ব**—যার অতীত নেই; **চ**—এবং; **অনুপশ্যতি**—দর্শন করে।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্বের স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের কোন কিছুই মনে রাখে না, তেমনই বর্তমান দেহে অবস্থিত ব্যক্তির পূর্বে অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সে মনে করে যে, তার আবির্ভাব অতি সাম্প্রতিক।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন যে, স্বপ্ন দেখার সময় অনেক সময় পূর্বের স্বপ্নের অভিজ্ঞতাও আমাদের মনে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর উত্তরে বলেছেন যে, জাতিস্মর ব্যক্তি তার অলৌকিক শক্তির বলে তার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে, তা সকলেই জানে, "ব্যতিক্রম আইনের প্রতিষ্ঠা করে।" সাধারণত, বদ্ধ জীবেরা তাদের অতীত জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না; তারা ভাবে, "আমার বয়স ছয় বৎসর" অথবা "আমার বয়স ত্রিশ বৎসর," এবং "এই জন্মের পূর্বে আমার অস্তিত্ব ছিল না।" এইধরনের জড় অজ্ঞতার জন্য আত্মার প্রকৃত অবস্থান কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৪২

ইন্দ্রিয়ায়নসৃষ্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি ।
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্‌যথা ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়-অয়ন—ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থূল দ্বারা (মন); **সৃষ্ট্যা**—সৃষ্টির দরুন (নতুন দেহের সঙ্গে পরিচিতির); **ইদম্**—এই; **ত্রৈবিদ্যম্**—ত্রিবিধ (উচ্চ, মধ্যম, এবং নিম্ন শ্রেণীর); **ভাতি**—প্রতিভাত হয়; **বস্তুনি**—বাস্তবে (আত্মা); **বহিঃ**—বাহ্যিক; **অন্তঃ**—এবং আভ্যন্তরীণ; **ভিদা**—পার্থক্যের; **হেতুঃ**—কারণ; **জনঃ**—মানুষ; **অসৎ-জন**—অসৎ ব্যক্তির; **কৃৎ**—কর্তা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় সমূহের বিশ্রাম স্থূল মন একটি নতুন দেহের সঙ্গে পরিচিতির সৃষ্টি করেছে, যা হচ্ছে ত্রিবিধ জড় বৈচিত্র্য যথা উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণী সমন্বিত, আর তা দেখে মনে হয়, আত্মার বাস্তবতার মধ্যে তা উপস্থিত। এইভাবে তা সবই নিজ সৃষ্ট অসৎ পুত্রের জন্ম দান করার মতো, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

তাৎপর্য

বিভিন্ন দেহের জড় পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের সম্পদ, সৌন্দর্য, বল, বুদ্ধি, যশ এবং বৈরাগ্যকে শ্রেষ্ঠ, সাধারণ অথবা নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। চিন্ময় আত্মা বিশেষ একটি দেহ ধারণ করে সে নিজেকে এবং অন্যদেরকে তাদের জড় পরিস্থিতি অনুসারে উচ্চ, মধ্যম অথবা নিম্ন শ্রেণীর বলে বিচার করে। বাস্তবে, নিত্য আত্মার অস্তিত্ব হচ্ছে জাগতিক দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, কিন্তু সে জড় পরিস্থিতিকে তার আত্মার নিজের মনে করে ভুল করে। *অসজ্জন কৃদ্ যথা* শব্দগুলি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কোন পিতা শান্ত স্বভাবের হতে পারেন, কিন্তু অসৎ পুত্রের জন্য তিনি সমস্যায় পড়ে তাঁর পুত্রের শত্রুদেরকে তাঁর পরিবারের সকলের শত্রুরূপে মনে করে সেইভাবে আচরণ করতে বাধ্য হন। এইভাবে অসৎ পুত্র তার পিতাকে জটিল সমস্যায় জড়াতে পারে। তেমনই, চিন্ময় আত্মার যথার্থই কোন সমস্যা নেই, কিন্তু জড়দেহের সঙ্গে মিথ্যা সম্পর্ক করে সে দৈহিক সুখ এবং দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এই শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য বিষয়ক আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪৩

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে ॥ ৪৩ ॥

নিত্যদা—প্রতিনিয়ত; **হি**—বাস্তবে; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **ভূতানি**—সৃষ্ট দেহ সকল; **ভবন্তি**—হয়; **ন ভবন্তি**—দূর হয়ে যায়; **চ**—এবং; **কালেন**—কালের দ্বারা; **অলক্ষ্য**—লক্ষ্য করা যায় না; **বেগেন**—যার গতি; **সূক্ষ্মত্বাৎ**—অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু; **তৎ**—সেই; **ন দৃশ্যতে**—দেখা যায় না।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, কালের প্রবাহে জড়দেহের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়ে চলেছে, যার গতি অনুভব যোগ্য নয়। কিন্তু কালের সূক্ষ্মতা হেতু, কেউ তা দেখতে পায় না।

শ্লোক ৪৪

যথার্চিষাং স্রোতসাং চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ।
তথৈব সর্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥

যথা—যেমন; অর্চিষাম্—মোমবাতির শিখার; স্রোতসাম্—নদীর স্রোতের; চ—এবং; ফলানাম্—ফলের; বা—বা; বনস্পতেঃ—বৃক্ষের; তথা—এইভাবে; এব—নিশ্চিতরূপে; সর্ব-ভূতানাম্—সমস্ত জড় দেহের; বয়ঃ—বিভিন্ন বয়সে; অবস্থা—পরিস্থিতি; আদয়ঃ—ইত্যাদি; কৃতাঃ—সৃষ্ট।

অনুবাদ

মোমবাতির শিখা, নদীর স্রোত অথবা বৃক্ষের ফলের মতো সমস্ত জড় দেহের বিভিন্ন পর্বে পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

নিভে যাবে এমন একটি মোমবাতির শিখা কখনও উজ্জ্বলভাবে বেড়ে ওঠে এবং পুনরায় তা ক্ষীণ হয়ে যায়। অবশেষে তা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। চলমান নদী অসংখ্য আকারের এবং ধরনের ঢেউ সৃষ্টি করে ফুলে ওঠে এবং নেমে যায়। গাছের ফল ধীরে ধীরে জন্মায়, বৃদ্ধি হয়, পাকে, মিষ্টি হয় এবং কালক্রমে পড়ে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তেমনই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদের নিজেদের দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং সেই দেহে অবশ্যই বার্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যু সংঘটিত হবে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই দেহ বিভিন্ন মাত্রায় যৌন শক্তি, দৈহিক বল, বাসনা, জ্ঞান ইত্যাদি প্রদর্শন করে। দেহটি যেমন বৃদ্ধ হয়, দৈহিক বল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু দেহের এরূপ পরিবর্তন হলেও আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হতে পারে।

ভৌতিক জন্ম এবং মৃত্যু সংঘটিত হয় কালের গতি অনুসারে। কোন জড় বস্তুর জন্ম, সৃষ্টি অথবা উৎপাদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা জড় জগতে সূক্ষ্ম কালের পর্যায়ক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে তার বিনাশ অথবা মৃত্যু অনিবার্য। দুর্দান্ত অনন্তকালের শক্তি এত সূক্ষ্মভাবে এগিয়ে চলে যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই কেবল তা অনুভব করতে পারেন। ঠিক যেমন মোমবাতির শিখা ধীরে ধীরে নিভে যায়, নদীর স্রোত বয়ে চলে অথবা গাছের ফল ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়, তেমনই জড় দেহ অবিচলিতভাবে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী দেহকে কখনই নিত্য, অপরিবর্তনীয় চিন্ময় আত্মার মতো ভেবে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৪৫

সোঽয়ং দীপোঽর্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্ ।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—এই; অয়ম্—একই; দীপঃ—আলোক; অর্চিষাম্—দীপের কিরণের; যদ্বৎ—ঠিক যেমন; স্রোতসাম্—নদীর স্রোতের; তৎ—সেই; ইদম্—একই; জলম্—জল; সঃ—এই; অয়ম্—একই; পুমান্—মানুষ; ইতি—এইভাবে; নৃণাম্—মানুষের; মৃষা—মিথ্যা; গীঃ—উক্তি; ধীঃ—চিন্তা; মৃষা-আয়ুষাম্—যারা তাদের জীবন অপচয় করছে তাদের।

অনুবাদ

দীপের আলোক অসংখ্য কিরণের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, পরিবর্তন এবং ধ্বংসে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মায়াগ্রস্ত বুদ্ধি সম্পন্ন, আলোক দেখেই অনর্থক বলে উঠবে, "এই তো দীপের আলোক।" চলমান নদীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিনিয়ত নতুন জল আসছে আর বহুদূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বোকা লোকেরা নদীর একটি জায়গা দেখে অনর্থক বলে উঠবে, "এই তো নদীর জল।" তেমনই, মানুষের জড় দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকলেও, যারা তাদের জীবনকে অনর্থক অপচয় করছে, তারা ভাবে, আর বলে যে, মানুষের দেহের প্রতিটি অবস্থাই বাস্তব পরিচয় জ্ঞাপক।

তাৎপর্য

"এই তো দীপের আলোক," এই রূপ কেউ বললেও প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য আলোক রশ্মি সৃষ্ট, পরিবর্তিত এবং বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে; কেউ হয়তো বলতে পারে নদীর জল সম্বন্ধে, সেই নদীতে সর্বদা বিভিন্ন নতুন জল কণাসমূহ অতিক্রম করে চলেছে। তেমনই, কোন শিশুকে দেখে কেউ শিশুটির সেই ক্ষণস্থায়ী দেহটিকেই সেই ব্যক্তির পরিচয় অর্থাৎ সেই শিশুটিই ব্যক্তি বলে ভাবতে পারে। কেউ কেউ আবার বৃদ্ধ দেহকে বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে মনে করে। বাস্তবে, কিন্তু, মানুষের জড় দেহ নদীর ঢেউ অথবা দীপের আলোক রশ্মির মতো পরমেশ্বরের শক্তি জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের পরিবর্তন মাত্র। শক্তির প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে প্রমাণ করেছেন যে, বদ্ধ জীব কালের সূক্ষ্ম গতি লক্ষ্য করতে বা উপলব্ধি করতে অক্ষম। জড় চেতনার স্থূল দৃষ্টির মাধ্যমে জড় প্রকাশের সূক্ষ্ম পর্যায়গুলি বোঝা যায় না, কেননা সেটি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রণোদিত। এই শ্লোকে *মৃষায়ুষাম্* শব্দটি সূচিত করে, যারা ভগবানের নির্দেশ উপলব্ধি না করে অজ্ঞতার মধ্যে অনর্থক তাদের সময় অপচয় করছে। এই ধরনের মানুষ দেহের যে কোনও বিশেষ পর্যায়কেই দেহস্থিত আত্মার যথার্থ পরিচয় মনে করে সহজেই প্রতারিত হয়। আত্মা যেহেতু জাগতিকভাবে পরিবর্তনশীল নয়, কেউ নিজে যখন পরমেশ্বরের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃতের বৈচিত্র্যময় নিত্য আনন্দে মগ্ন হন, তখন তিনি আর অজ্ঞতা এবং ক্লেশ অনুভব করবেন না।

শ্লোক ৪৬

মা স্বস্য কর্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্ ।
ম্রিয়তে বামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ ॥ ৪৬ ॥

মা—করে না; স্বস্য—নিজের; কর্মবীজেন—তার কর্মবীজের দ্বারা; জায়তে—জন্মগ্রহণ করে; সঃ—সে; অপি—বস্তুত; অয়ম্—এই; পুমান্—পুরুষ; ম্রিয়তে—মারা যায়; বা—অথবা; অমরঃ—অমর; ভ্রান্ত্যা—মায়ার জন্য; যথা—যেমন; অগ্নিঃ—অগ্নি; দারু—কাষ্ঠের দ্বারা; সংযুতঃ—যুক্ত।

অনুবাদ

বাস্তবে মানুষ তার অতীত কর্মের বীজ থেকে জন্মায় না, আবার অমর হওয়া সত্ত্বেও মারা যায়, তা-ও নয়। ঠিক যেমন জ্বালানী কাঠের সংস্পর্শে আগুনকে দেখে মনে হয় তার শুরু হল আর তারপর শেষ হয়ে গেল, তেমনই মায়ার দ্বারা জীব জন্মাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে এইরূপ প্রতিভাত হয়।

তাৎপর্য

জড় সৃষ্টির সর্বত্রই অগ্নি নামক উপাদানটি সর্বক্ষণই বিদ্যমান, কিন্তু নির্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের সংযোগে আপাত চক্ষে তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং তা শেষ হয়ে যায়। তেমনই, জীব নিত্য, কিন্তু বিশেষ কোন দেহের সংযোগে আপাত চক্ষে তার জন্ম এবং মৃত্যু সংঘটিত হয়। এইভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়া জীবের উপর মায়াময় সুখ বা দুঃখ চাপিয়ে দেয়, কিন্তু তার দ্বারা জীবের নিজস্ব নিত্য স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অন্যভাবে বলা যায়, মায়ার এক চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে কর্ম, যার প্রতিটি মায়াময় কর্ম অপর একটি মায়াময় কর্ম সৃষ্টি করে। জীবকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার চিন্ময় ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত এই কর্মের চক্রকে সমাপ্ত করতে পারে। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে আমরা সকাম প্রতিক্রিয়ার মায়াময় শৃঙ্খল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৪৭

নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্ ।
বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব ॥ ৪৭ ॥

নিষেক—গর্ভাধান; গর্ভ—গর্ভধারণ কাল; জন্মানি—এবং জন্ম; বাল্য—শৈশব; কৌমার—কৌমার; যৌবনম্—এবং যৌবন; বয়ঃ-মধ্যম্—মধ্য বয়স; জরা—বার্ধক্য; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; ইতি—এইভাবে; অবস্থাঃ—বয়স; তনোঃ—দেহের; নব—নয়।

অনুবাদ

গর্ভসঞ্চার, গর্ভধারণ কাল, জন্ম, শৈশব, কৌমার, যৌবন, মধ্য বয়স, বার্ধক্য এবং মৃত্যু এই নয়টি হচ্ছে দেহের পর্যায়।

শ্লোক ৪৮

এতা মনোরথময়ীর্হান্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ ॥ ৪৮ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত; মনঃ রথময়ীঃ—মনোনিবেশের দ্বারা লব্ধ; হ—নিশ্চিতরূপে; অন্যস্য—দেহের (আত্মা থেকে পৃথক); উচ্চ—মহত্তর; অবচাঃ—এবং নিকৃষ্ট; তনূঃ—দৈহিক অবস্থা, গুণসঙ্গাৎ—প্রকৃতির গুণের সঙ্গপ্রভাবে; উপাদত্তে—গ্রহণ করে; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; কশ্চিৎ—কেউ; জহাতি—ত্যাগ করে, চ—এবং।

অনুবাদ

জড় দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন হলেও জড় সঙ্গ প্রভাবে অজ্ঞতা হেতু জীব নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ বলে মনে করেন। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এইরূপ মনঃকল্পিত ধারণা ত্যাগ করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল দেহাত্ম বুদ্ধিভিত্তিক মনঃকল্পিত ধারণা ত্যাগ করতে পারেন। এইভাবে সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

শ্লোক ৪৯

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।
ন ভবাপ্যয়বস্তুনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ ॥ ৪৯ ॥

আত্মনঃ—নিজের; পিতৃ—পিতা অথবা পূর্বপুরুষদের থেকে; পুত্রাভ্যাম্—এবং পুত্র; অনুমেয়ৌ—অনুমান করা যায়; ভব—জন্ম; অপ্যয়ৌ—এবং মৃত্যু; ন—আর নয়; ভব-অপ্যয়-বস্তুনাম্—সৃষ্টি এবং ধ্বংসাত্মক সমস্ত কিছুর; অভিজ্ঞঃ—যিনি যথার্থ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত; দ্বয়—এই সমস্ত দ্বন্দ্বের দ্বারা; লক্ষণঃ—লক্ষণ।

অনুবাদ

নিজের পিতার বা পিতামহের মৃত্যুর দ্বারা নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে অনুমান করা যায়, এবং নিজের পুত্র জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের নিজের জন্মের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। যে ব্যক্তি জড়দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি আর এই সমস্ত দ্বন্দ্বে প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

গর্ভসঞ্চার, গর্ভধারণকাল এবং জন্ম সমন্বিত জড় দেহের নয়টি পর্যায় সম্বন্ধে ভগবান বর্ণনা করেছেন। কেউ হয়তো তর্ক করতে পারেন যে, জীব তার মাতৃগর্ভে উপস্থিতি, তার জন্ম এবং একান্ত শৈশব সম্বন্ধে স্মরণ করতে পারে না। তাই ভগবান এখানে বলেছেন আমরা দেহের এই সমস্ত পর্যায়গুলি আমাদের নিজের সন্তানকে দেখে অনুভব করতে পারি। তেমনই, কেউ হয়তো চিরকাল জীবিত থাকার আশা করতে পারেন কিন্তু নিজের পিতার, পিতামহ অথবা প্রপিতামহের মৃত্যু দর্শন করে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পেতে পারি যে, জড় দেহ অবশ্যই মারা যাবে। আত্মা নিত্য এই তত্ত্ব জেনে ধীর ব্যক্তি তাই ক্ষণস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য নয় এমন দেহকে আত্মা বলে মনে করার ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে, ভগবানের প্রতি ভক্তি যোগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জন্ম এবং মৃত্যুর কৃত্রিম বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

শ্লোক ৫০

তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্ জন্মসংযমৌ ।
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্ ॥ ৫০ ॥

তরোঃ—বৃক্ষের; **বীজ**—(জন্ম থেকে) এর বীজ; **বিপাকাভ্যাম্**—(কাজে কাজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া) পরিপক্বতা; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **বিদ্বান্**—জ্ঞানী; **জন্ম**—জন্মের; **সংযমৌ**—এবং মৃত্যুর; **তরোঃ**—বৃক্ষ থেকে, **বিলক্ষণো**—স্পষ্ট, **দ্রষ্টা**—সাক্ষী; **এবম্**—একইভাবে; **দ্রষ্টা**—সাক্ষী; **তনোঃ**—জড় দেহের; **পৃথক্**—পৃথক।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম এবং অবশেষে পরিপক্ব অবস্থায় বৃক্ষটির মৃত্যু পর্যন্ত দর্শন করতে পারেন, তিনি নিশ্চিতরূপে সেই বৃক্ষটি থেকে পৃথক এবং স্পষ্ট পর্যবেক্ষক হতে পারেন। একইভাবে যিনি জড়দেহের জন্ম এবং মৃত্যুর সাক্ষী হতে পারেন, তিনি তা থেকে পৃথক থাকেন।

তাৎপর্য

গাছের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে *বিপাক* কথাটির দ্বারা মৃত্যু নামক অন্তিম পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ধান্যাদি অন্যান্য বৃক্ষের ক্ষেত্রে *বিপাক* শব্দটি মৃত্যু সমন্বিত পরিপক্ব অবস্থাকে সূচিত করে। এইরূপ সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও আমরা আমাদের জড়দেহের প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করতে পারি এবং আমরা আরও উপলব্ধি করতে পারি যে, আমরা হচ্ছি দিব্য পর্যবেক্ষক।

শ্লোক ৫১

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্ ।
তত্ত্বেন স্পর্শসম্মূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫১ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতি থেকে; **এবম্**—এইভাবে; **আত্মানম্**—নিজে; **অবিবিচ্য**—পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়ে; **অবুধঃ**—বুদ্ধিহীন; **পুমান্**—মানুষ; **তত্ত্বেন**—(জড় বস্তুকে) বাস্তব বলে ভাবার জন্য; **স্পর্শ**—জড় সংযোগের দ্বারা; **সম্মূঢ়**—সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত; **সংসারম্**—জাগতিক জীবন চক্রে; **প্রতিপদ্যতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

বুদ্ধিহীন মানুষ নিজেকে জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন রূপে বুঝতে অক্ষম হয়ে ভাবে প্রকৃতিই বাস্তব। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয় এবং জাগতিক জীবন চক্রে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/৫) একটি অনুরূপ শ্লোক রয়েছে—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ॥

"এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ করে।"

শ্লোক ৫২

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্ ।
তমসা ভূততির্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্মভিঃ ॥ ৫২ ॥

সত্ত্ব-সঙ্গাৎ—সত্ত্ব গুণের সঙ্গপ্রভাবে; **ঋষীন্**—ঋষিদের নিকট; **দেবান্**—দেবতাদের; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **অসুর**—অসুর; **মানুষান্**—এবং মানুষদের নিকট; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **ভূত**—ভূত প্রেতের নিকট; **তির্যক্ত্বম্**—অথবা পশু জীবন; **ভ্রামিতঃ**—ভ্রমণ করে; **যাতি**—গমন করে; **কর্মভিঃ**—তার সকাম কর্মের জন্য।

অনুবাদ

সকাম কর্মের জন্য বদ্ধজীবকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করানো হয়, সত্ত্বগুণের সংযোগে সে ঋষি বা দেবতাদের মধ্যে, রজোগুণের সংযোগে দেবতা অথবা মানুষরূপে এবং তমোগুণের সঙ্গ প্রভাবে সে ভূতপ্রেত অথবা পশু জন্ম লাভ করে।

তাৎপর্য

তির্যক্ত্বম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "পশু পর্যায়ের জীবন," তার সঙ্গে থাকে সমস্ত প্রকারের নিম্ন প্রজাতি, যেমন পশু, পাখি, পোকা-মাকড়, মাছ এবং বৃক্ষ।

শ্লোক ৫৩

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্ ।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্যতে ॥ ৫৩ ॥

নৃত্যতঃ—যারা নৃত্য করছে; **গায়তঃ**—এবং গাইছে; **পশ্যন্**—দর্শন করছে; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—বস্তুত; **অনুকরোতি**—অনুকরণ করে; **তান্**—তাদেরকে; **এবম্**—এইভাবে; **বুদ্ধি**—জড় বুদ্ধির; **গুণান্**—লব্ধ গুণাবলী; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **অনীহঃ**—নিজে সেই কর্মে রত না হয়েও; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **অনুকার্যতে**—অনুকরণ করানো হয়।

অনুবাদ

কাউকে নৃত্য করতে বা গাইতে দেখে যেমন মানুষ অনুকরণ করতে পারে, তেমনই, আত্মা কখনই জড় কর্মের কর্তা নয়, তা সত্ত্বেও সে জড় বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, সেই গুণগুলির অনুকরণ করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও পেশাদার গায়ক বা নর্তকের প্রভাবে, মানুষ তাদের কাল্পনিক, হাস্যরস অথবা বীর সুলভ ভাবাবেগে মনে মনে বাদ্যের তাল এবং সুর বাজানোর অনুকরণ করে। মানুষ রেডিওতে গান শুনে গান গায়, এবং দূরদর্শনে, চলচ্চিত্রে অথবা যাত্রার অভিনেতাদের ভাবাবেগ প্রবেশ করে নাট্যানুষ্ঠানের অনুকরণ করে। বদ্ধ জীব তেমনই জড় মন ও বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে মনগড়া ধারণার দ্বারা জড়া প্রকৃতির ভোক্তা হতে সম্মত হয়। জড়দেহ থেকে ভিন্ন এবং কোন কর্মেরই যথার্থ কর্তা না হওয়া সত্ত্বেও, বদ্ধজীব তার দেহকে জড় কর্মে নিয়োজিত করতে প্রণোদিত হয় এবং তার ফলে সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়িয়ে পড়ে। তাই আমাদের জড় বুদ্ধির কুপ্রভাব গ্রহণ না করে, কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় রত হওয়াই শ্রেয়।

শ্লোক ৫৪-৫৫

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব ।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ ॥ ৫৪ ॥

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা ।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥ ৫৫ ॥

যথা—যেমন; অম্ভসা—জলের দ্বারা; প্রচলতা—চলমান, বিচলিত; তরবঃ—বৃক্ষরাজি; অপি—বস্তুত; চলাঃ—চলমান; ইব—যেন; চক্ষুষা—চক্ষু দ্বারা; ভ্রাম্যমাণেন—পরিবর্তনশীল; দৃশ্যতে—মনে হয়; ভ্রমতী—ভ্রমণ করছে; ইব—যেন; ভূঃ—পৃথিবী; যথা—যেমন; মনঃরথ—মানসিক কল্পনার; ধিয়ঃ—ধারণা; বিষয়—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির; অনুভবঃ—অনুভূতি; মৃষা—মিথ্যা; স্বপ্নদৃষ্টাঃ—স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু; চ—এবং; দাশার্হ—হে দশার্হ বংশজ; তথা—এইভাবে; সংসারঃ—জড় জীবন; আত্মনঃ—আত্মার।

অনুবাদ

হে দশার্হ বংশজ, আন্দোলিত জলে প্রতিফলিত বৃক্ষের কম্পমান ছায়া, অথবা নিজে ঘুরতে থাকলে পৃথিবী ঘুরছে বলে মনে হওয়া, অথবা কল্পনা বা স্বপ্ন জগতের মতো আত্মার জড় জীবন এবং তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতা, এ সবই বাস্তবে মিথ্যা।

তাৎপর্য

আন্দোলিত জলে প্রতিফলিত বৃক্ষ দেখে মনে হয় তা নড়ছে, তেমনই, চলমান নৌকায় বসে মনে হয় নদীতীরের বৃক্ষগুলি সব চলে যাচ্ছে। বায়ু যখন জলকে আঘাত করে, ঢেউ সৃষ্টি হয়, মনে হয় জলই আন্দোলিত হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে তা বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে। জড়-জীবনে বদ্ধ জীব কোন কার্য করে না, বরং জড় দেহটি বিমোহিত জীবের অনুমোদন ক্রমে প্রকৃতির গুণের দ্বারা চালিত হচ্ছে। নিজেই নাচছি, গাইছি, দৌড়াচ্ছি, মারা যাচ্ছি, জয় করছি ইত্যাদি মনে করে এই সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়াগুলি জীব নিজের উপর চাপিয়ে নেয়, কিন্তু বাস্তবে তা সংঘটিত হচ্ছে বাহ্যিক দেহের সঙ্গে প্রকৃতির গুণাবলীর মিথস্ক্রিয়ার ফলে মাত্র।

শ্লোক ৫৬

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৫৬ ॥

অর্থে—বাস্তবে; হি—অবশ্যই; অবিদ্যমানে—বিদ্যমান নয়; অপি—যদিও; সংসৃতিঃ—জাগতিক অস্তিত্ব; ন নিবর্ততে—নিবৃত্ত হয় না; ধ্যায়তঃ—যিনি ধ্যান করছেন; বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদানের; অস্য—তার জন্য; স্বপ্নে—স্বপ্নে; অনর্থ—অনর্থের; আগমঃ—আগমন; যথা—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ধ্যানে, জড় জীবনের ভাবনায় মগ্ন, সেই ব্যাপারগুলির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, ঠিক দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো তা তার মন থেকে বিদূরীত হয় না।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি বার বার বলতে থাকেন যে, জাগতিক-জীবন মিথ্যা, তা হলে আর তা নিবৃত্ত করতে কেন চেষ্টা করতে হবে? সেই জন্য ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে বাস্তব না হলেও দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা যেমন মানুষের পিছু ছাড়ে না, তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত ব্যক্তির জীবনের ভোগবাসনা চলতেই থাকে। *অবিদ্যমান* "অস্তিত্ব নেই" শব্দটির অর্থ, জড় জীবন হচ্ছে মনগড়া ধারণার ওপর আধারিত, তখন সে চিন্তা করে "আমি একজন পুরুষ," "আমি স্ত্রীলোক," "আমি ডাক্তার," "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপরিচালক সভার একজন সদস্য," "আমি রাস্তার ঝাড়ুদার," ইত্যাদি ইত্যাদি। বদ্ধ জীব তার জড় দেহের কাল্পনিক পরিচয় ভিত্তিক কার্য উৎসাহের সঙ্গে সম্পাদন করে। এইভাবে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, দেহ থাকে, কিন্তু দেহের সঙ্গে তার মিথ্যা পরিচয় স্থায়ী হয় না। মিথ্যা ধারণাভিত্তিক জড় জীবনের বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর তার স্মৃতিপটে তার একটি অস্পষ্ট প্রতিফলন থেকে যেতে পারে। তেমনই, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হওয়া সত্ত্বেও, তার পাপ কর্মের অস্পষ্ট প্রতিফলন তাকে সময় সময় বিড়ম্বিত করতে পারে। তাই আমাদের উচিত শ্রীউদ্ধবের নিকট প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী শ্রবণ করে কৃষ্ণভাবনায় শক্তিশালী হওয়া।

শ্লোক ৫৭

তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ ।
আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ৫৭ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **মা ভুঙ্ক্ষ্ব**—ভোগ করো না; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তু; **অসৎ**—অশুদ্ধ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় দ্বারা; **আত্ম**—আত্মার; **অগ্রহণ**—উপলব্ধি করতে অক্ষমতা; **নির্ভাতম্**—যার মধ্যে প্রকাশিত; **পশ্য**—এটি দর্শন কর; **বৈকল্পিকম্**—জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমম্**—মায়া।

অনুবাদ

সুতরাং, হে উদ্ধব, জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে চেষ্টা করো না। দেখ জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক মায়া কীভাবে আমাদের আত্মোপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, সবই হচ্ছে পরমেশ্বরের প্রেমময়ী সেবায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট তাঁরই শক্তি এবং সম্পত্তি। জড় উপাদানকে ভগবান থেকে ভিন্ন রূপে দেখা, তার উপর আধিপত্য করা, আর আমরা তা ভোগ করব, এই ধারণাকে বলা হয় *বৈকল্পিকম্ ভ্রমম্*, জড় দ্বন্দ্বের মায়া। যখন নিজের ভোগের জন্য বস্তু নির্ধারণ করা হয়, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অথবা গাড়ী, তখন আমরা সেই লভ্য বস্তুটির আপেক্ষিক গুণাবলীর বিবেচনা করে থাকি। কাজে কাজেই, ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি সংগ্রহ করতে গিয়ে জাগতিক জীবন প্রতিনিয়ত উদ্বেগে পূর্ণ থাকে। কেউ যদি উপলব্ধি করেন যে, প্রতিটি উপাদানই ভগবানের সম্পত্তি, তবে কিন্তু তিনি দেখবেন যে, সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি বিধান করা। তখন তাঁর আর ব্যক্তিগত উদ্বেগ থাকবে না, যেহেতু কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। ভগবানের সম্পত্তি ভোগ করা আর একই সঙ্গে আত্মোপলব্ধির অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৮-৫৯

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা ।
তাড়িতঃ সন্নিবদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥ ৫৮ ॥
নিষ্ঠ্যূতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৫৯ ॥

ক্ষিপ্তঃ—অপমানিত; **অবমানিতঃ**—অবহেলিত; **অসদ্ভিঃ**—অসৎ লোকেদের দ্বারা; **প্রলব্ধঃ**—উপহাসিত; **অসূয়িতঃ**—হিংসিত; **অথবা**—অন্যথায়; **তাড়িতঃ**—তাড়িত; **সন্নিরুদ্ধঃ**—বন্ধনগ্রস্ত; **বা**—বা; **বৃত্ত্যা**—তার জীবিকার; **বা**—বা; **পরিহাপিতঃ**—বঞ্চিত; **নিষ্ঠ্যূতঃ**—থু থু দেওয়া; **মূত্রিতঃ**—প্রস্রাব দিয়ে কলুষিত; **বা**—বা; **অজ্ঞৈঃ**—অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা; **বহুধা**—বার বার; **এবম্**—এইভাবে; **প্রকম্পিতঃ**—ক্ষুব্ধ; **শ্রেয়ঃকামঃ**—জীবনের সর্বোচ্চ গতি লাভেচ্ছু; **কৃচ্ছ্রগত**—কষ্ট অনুভব করা; **আত্মনা**—তার বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **উদ্ধরেৎ**—রক্ষা করা উচিত।

অনুবাদ

অসৎ লোকেদের দ্বারা অবহেলিত, অপমানিত, উপহাসিত অথবা হিংসিত হলেও, অথবা অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা বার বার প্রহারের দ্বারা ক্ষোভিত, বন্ধনগ্রস্ত হয়ে, অথবা নিজের পেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে, থু থু বা প্রস্রাবের দ্বারা কলুষিত হলেও, যিনি জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে বাসনা করেন, এই সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পারমার্থিক স্তরে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

তাৎপর্য

ইতিহাসের সর্বত্রই ভগবদ্ ভক্তদেরকে উপরি লিখিত অসুবিধাগুলির অনেকগুলিই ভোগ করতে হয়েছে। ভগবৎ চেতনায় উন্নত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও নিজেকে জড় দেহের চিন্তায় মগ্ন হতে দেন না, বরং তিনি যথার্থ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মনকে চিন্ময়স্তরে নিবিষ্ট রাখেন।

শ্লোক ৬০

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর ॥ ৬০ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; যথা—যেভাবে; এবম্—এইভাবে; অনুবুধ্যেয়ম্—আমি হয়তো যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারি; বদ—অনুগ্রহ করে বলুন; নঃ—আমাদের নিকট; বদতাম্—সমস্ত বক্তাদের; বর—সর্বশ্রেষ্ঠ আপনি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, অনুগ্রহ করে আমায় বলুন, কীভাবে আমি এটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

শ্লোক ৬১

সুদুঃসহমিমং মন্য আত্মন্যসদতিক্রমম্ ।
বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী ।
ঋতে ত্বদ্ধর্মনিরতান্ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্ ॥ ৬১ ॥

সু-দুঃসহম্—অত্যন্ত দুঃসহ; ইমম্—এই; মন্যে—আমি মনে করি; আত্মনি—নিজের উপর; অসৎ—অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা; অতিক্রমম্—আক্রমণগুলি; বিদুষাম্—বিদ্বান

ব্যক্তিদের জন্য; **অপি**—এমনকি; **বিশ্বাত্মন্**—হে বিশ্বাত্মা; **প্রকৃতিঃ**—ব্যক্তিগত স্বভাব; **হি**—অবশ্যই; **বলীয়সী**—অত্যন্ত বলবান; **ঋতে**—ব্যতীত; **ত্বদ্ধর্ম**—আপনার ভক্তিযোগে; **নিরতান্**—যারা নিবিষ্ট; **শান্তান্**—শান্ত; **তে**—আপনার; **চরণ-আলয়ম্**—চরণাশ্রিত।

অনুবাদ

হে বিশ্বাত্মা, জড় জীবনে ব্যক্তিগত স্বভাব অত্যন্ত বলবান, তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে, তা সহ্য করা, এমনকি বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ হয়। কেবলমাত্র আপনার ভক্তরা যাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন, এবং যাঁরা আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই এইরূপ অপরাধ সহ্য করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তনের পদ্ধতিতে উন্নত না হলে, পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা যথার্থ সাধু হওয়া যায় না। মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব, দীর্ঘ জড়সঙ্গের ফল, অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যিনি শ্রীউদ্ধবের নিকট জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ভগবানের পাদপদ্মে আমাদের বিনীতভাবে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'জড় সৃষ্টির উপাদান' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।